বেদের গান

অর্থাৎ

বৈদিক মন্ত্রের পদ্যানুবাদ

দ্বিতীয় খণ্ড।

মেহার, হুাভ 'বক্রম, আকাশবাণী, সমানেসমান প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা

শ্রীশশিভূষণ কাব্যব্যাকরণতীর্থ

প্রণীত

প্রথম সংস্করণ।

শ্রীরামপুর,
সন ১৩৪৩ সাল, ১লা জ্যৈষ্ঠ।

প্রকাশক—
শ্রীশশিভূষণ কাব্যব্যাকরণতীর্থ,
শ্রীরামপুর।

শ্রীরামপুর ইউনিয়ন ইনষ্টিটিউশন গ্রন্থকারের নিকট
এবং
কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

বেদের গান—১ম খণ্ড ।০ আনা
ভাষাতরী—শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

শ্রীরামপুর, গোঁসাই প্রেসে
শ্রীগোপাল চন্দ্র গোস্বামী
কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

নিবেদন

পরমকারুণিক পরমেশ্বরের কৃপায় বেদের গানের ২য় খণ্ড প্রকাশিত হইল। এইখণ্ডে সঙ্কল্পসূক্ত, ঘটস্থাপন ও শ্রাদ্ধমন্ত্রাদি সন্নিবেশিত হইয়াছে। স্থানে স্থানে সায়ণাচার্য্যের ভাষ্য, হলায়ুধের টীকা এবং ভবদেবের টীপ্পনীও উদ্ধৃত করা হইয়াছে। সায়ণ, ভবদেব, হলায়ুধ প্রভৃতি [illegible]ষগণের স্থানে স্থানে মতভেদ পরিদৃষ্ট হয়, সুতরাং স্থানে স্থানে মতান্তরেও অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে।

[illegible] নিষ্ঠাবান্ হিন্দুদিগের আগ্রহাতিশয্যে এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, তাঁহাদের [illegible] প্রধান উদ্‌যোক্তা শ্রীরামপুর ইউনিয়ন্ ইনষ্টিটিউশনের শিক্ষক **শ্রীযুক্ত বাবু সন্তোষ কুমার চট্টোপাধ্যায়,** বি, এ, মহাশয় বেদের গানের প্রথম খণ্ডের সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বহন করিয়া আমাকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন; এবং উক্ত স্কুলের বাংলা ভাষার অধ্যাপক অনুজোপম সুকবি **শ্রীমান্ ইন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায়** এবং চাতরা নন্দলাল ইনষ্টিটিউশনের সংস্কৃত অধ্যাপক নানাশাস্ত্রে সুপণ্ডিত সুহৃদ্বর **শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র নাথ শাস্ত্রী** এই পুস্তকের আদ্যোপান্ত প্রুফসংশোধন এবং স্থানে স্থানে পরিবর্ত্তন, পরিবর্দ্ধন ও নানা প্রকারে পরামর্শ দিয়া আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন।

শ্রীরামপুর ইউনিয়ন স্কুলের ইংরাজী ভাষার অধ্যাপক বহু স্কুল-পাঠ্য পুস্তক-প্রণেতা, বন্ধুবর **শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন বসু,** বি,এ, মহাশয় এই পুস্তক দুইখানির প্রকাশ-কার্য্যে বহুবিধ সৎ পরামর্শ প্রদানে

আমাকে অনুগৃহীত করিয়াছেন। বিধাতার আশীর্ব্বাদে যেন ইঁহাদের ঐহিক ও পারমার্থিক কল্যাণ সাধিত হয়।

স্বধর্ম্মপরায়ণ স্থানীয় উকীল **শ্রীমান্ জ্ঞানেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়** তদীয় মাতৃশ্রাদ্ধে অনেকগুলি পুস্তক ক্রয় করিয়া অশেষশাস্ত্রাধ্যাপক পণ্ডিতদিগকে বিতরণ করিয়াছিলেন। শ্রীরামপুর মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান সাহিত্যানুরাগী বৈদিকমন্ত্রে আস্থাবান্, বাণী ও রমার করুণায় ধীমান্ ও **শ্রীমান্ জমিদার কানাই লাল গোস্বামী** এবং স্থানীয় জমিদার ৺হেমচন্দ্র গোস্বামীর দৌহিত্র স্বধর্ম্মনিষ্ঠ পরমস্নেহভাজন **শ্রীমান্ প্রবোধ চন্দ্র লাহিড়ী** আমাকে এই খণ্ডের প্রকাশ কার্য্যে আংশিক অর্থ সাহায্য করিয়া ও উৎসাহ দিয়া প্রবৃত্ত করিয়াছেন, তজ্জন্য উক্ত [illegible] ব্যক্তির নিকটেও আমি অপরিশোধ্য ঋণে [illegible]দ্ধ রহিলাম। উপসংহারে ইহাও বক্তব্য যে, শ্রীরামপুর গোঁসাই প্রেসের সত্ত্বাধিকারী **শ্রীযুক্ত বাবু মন্মথ নাথ গোস্বামীর** ঐকান্তিক সহানুভূতি না পাইলে দ্বিতীয় খণ্ড কখনও প্রকাশিত হইত না এবং আশা করি এই পুস্তকের অবশিষ্ট তিন খণ্ডও তাঁহারই ঐকান্তিক চেষ্টায় প্রকাশিত হইবে।

আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ; ভগবৎ-সমীপে ইঁহাদের শুভ কামনা করা ভিন্ন আমার অন্য সম্বল কিছুই নাই।

এই সকল উদার হৃদয় সরলপ্রাণ বন্ধুগণের আশালতা ফলবতী হউক ইহাই ভগবানের নিকট আমার ঐকান্তিক প্রার্থনা, ইতি—

গ্রন্থকার।

বেদের গান

(২য় খণ্ড)

ওঁ নমঃ পরমাত্মনে

(মঙ্গলাচরণ)

(১)

অবিদিততত্ত্বং কলুষিতচিত্তং পাবয় পাবক পুত্রম্ ।
বিষয়বিমত্তং বিচলিতসত্যং স্মারয় বৈদিকসূত্রম্ ॥
অপগতবিত্তং পরিহৃত-সত্ত্বং কাময় ঈশ্বর সত্ত্বম্ ।
গুণমপি পূজ্যং তবপাদরাজ্যং দেহি মহেশ্বর মহত্ত্বম্ ॥

যাহার পঙ্কিল চিত্ত বিষয়ে বিশেষ মত্ত
সত্য হতে বিচলিত সে পুত্র তোমার ।
শক্তিহীন আমি দীন, তাহে তত্ত্বজ্ঞানহীন,
ধৈর্য্যসনে পদরাজ্য কামনা আমার ॥
পুত্রকে পবিত্র কর, হে পাবক পরেশ্বর,
স্মরাও বৈদিকসূত্র তুমি মহেশ্বর ॥

---

(২)

নীলাকাশে তপতি তপন স্তারকা দীপ্যমানাঃ।
স্নিগ্ধশ্চন্দ্রো বিতরতি সুধামিচ্ছয়া যস্য নিত্যম্ ॥
আশাং পূর্ণাং তমসি কুরুতে দর্শয়িত্বা চ মার্গং।
পান্থানাম্ভ স্ফুরতি চপলা কাননেহপ্যর্দ্ধরাত্রে ॥
স্মৃত্বা তদীয়চরণং বত বেদগানং
গাতুং সতাং মতিমতাং সদসি প্রবৃত্তঃ।
ভীতি-প্রকম্পিতগলঃ প্রতিভাবিহীনঃ
দীনোহহমত্র বিষয়ে স্ফুটতি ধ্বনির্নো

যাঁহার ইচ্ছায় আকাশের গায় ফুটিয়া রয়েছে তারা,
প্রখর তপন বিতরে কিরণ, ঢালে শশী সুধাধারা ॥
আঁখির পলকে বিজলী ঝলকে পথিকে দেখায়ে পথ
বরষার দিনে নিশীথে বিপিনে পূরে পান্থ-মনোরথ ॥
তাঁহারি চরণ করিয়া স্মরণ গাহিতে নামিনু বেদের গান,—
গলা কেঁপে উঠে, গান নাহি ফুটে, ভয়ে জড়সড়
হয়েছে প্রাণ ॥

---

(৩)

ভারতি। বরদে মাতঃ মুরারিচিত্তমোহিনি।
সভায়ামবতীর্ণোহহম্ স্মৃত্বা তে চরণদ্বয়ম্ ॥

গাতুঞ্চ বৈদিকীং গীতিম্ জননি করুণাং চতে।
অহং কম্পিতকণ্ঠোঽস্মি ত্রিতাপতপ্তমানসঃ॥
বস মে মানসোদ্যানে বীণামাদায় ভারতি।
নাস্তি মে কোঽপি সংসারে বীণাহস্তে ত্বয়া বিনা॥

চরণ দুটী স্মরণ করি, মুরারি-মনোমোহিনি!
ভারতি মাগো নেমেছি আজ আসরে।
গাহিতে বেদ-গরিমাগীতি কণ্ঠ উঠে, কাঁপিয়া
করুণা আশে, বরদে! যাচি কাতরে।
ত্রিতাপতাপ-তাপিত হিয়া সরসবেদ-গীতিকা—
গাহিব বলি করুণা তব চাহিগো।
মানসবনে বস মা বাণি! মধুর বীণা লইয়া
জননী বিনা কেহ ত মোর নাহি গো॥

— ০ঃ০ —

ক্ষমা প্রার্থনা।

গৌরাঙ্গের ছবি রাখিয়া শিয়রে
প্রেমের পরাগ মাখিয়া গায়—
লিখিত কবিতা কবিরা যেখানে
সেখানে বহিছে নবীন বায় ॥

সতীত্বগরিমা নিয়তই যথা
আর্য্য ঋষিরা করিত গান।
লালসা-পূরিত-ভাব পদাবলী
সেখানে কবিরা করিছে দান ॥

সমাজশৃঙ্খলা ভাঙ্গিয়া চূরিয়া
আঁকিছে ভারতে নবীন ছবি—
ত্যাগের দেশেতে ভোগের বাসনা—
বহ্নি জ্বালিয়া ঢালিছে হবিঃ ॥

এহেন সময়ে বৈজ্ঞানিক যুগে
কে শুনিবে আজ বেদের গান?
অর্থ ভুলিয়া পরমার্থ লাভে
আকুল হইবে কাহার প্রাণ ॥

শান্ত তপোবন, ত্যাগের মূরতি,
এখনো যাঁহারা দেখিতে চান
তাঁহাদেরি তরে তালপত্রে লেখা
রহিয়াছে কত ঋষির দান ॥

গাম্ভীর্য্য-পূরিত মাধুর্য্য-মণ্ডিত
তাৎপর্য্য বুঝিতে শকতিহীন
আজি বঙ্গমাঝে আমরা ব্রাহ্মণ
গৌরব মোদের হয়েছে ক্ষীণ ॥

শ্রীশ্যামাচরণ-কমল স্মরিয়া
উপদেশ বাণী তাঁহার লয়ে
গাহিতে নেমেছি বৈদিক সঙ্গীত
কাঁপিছে হৃদয় নিয়ত ভয়ে ॥

ক্ষমিও পাঠক ! সুধীর সুজন !
ভ্রম প্রমাদাদি আমার যত ;
গ্রন্থপর খালি চক্ষু বুলায়ে
দেখ না বইখানা সময় মত ॥

— : ০ : —

গৌড়েশ্বরের সভা-পণ্ডিত বেদজ্ঞ পণ্ডিত-প্রবর হলায়ুধ তাঁহার ব্রাহ্মণ-সর্ব্বস্ব নামক গ্রন্থে ভয়ে ভয়ে বেদমন্ত্র ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আমরা ত কীটানুকীট। আমাদের হৃৎকম্প হওয়া খুবই স্বাভাবিক। হলায়ুধ লিখিয়াছেন—"সর্ব্ববেদসারভূত অঘমর্ষণ সূক্ত মন্ত্র ব্যাখ্যা করিতে আমার হৃৎকম্প হয়। তাঁহার ভাষাটী অবিকল তুলিয়া দিলাম।

"অস্যাঘমর্ষণস্য ব্যাখ্যানমাচরিতুং হৃৎকম্পো জায়তে। যতঃ সর্ব্ব-বেদসারভূতঃ অত্যন্তগুপ্তশ্চায়ং মন্ত্রঃ। অস্য যৎপাঠমাত্রঞ্চ নাস্তি ব্রাহ্মণ-নিরুক্তাদিকঞ্চ নাস্ত্যেব। ইত্থম্ এতদীয়ব্যাখ্যানানুগুণং কমপ্যুপায়-মপ্রাপ্য যদেতস্য স্বরূপোপলম্ভমাত্রেণ ব্যাখ্যানমাচরণীয়ম্ তদতি সাহসম্" ইত্যাদি।

(সঙ্কল্প সুক্ত)

অমরতরু-শীর্ষক কবিতায় বলা হইয়াছে, "ধাত্ বুঝে পায় কিন্তু তারা আছে গোড়ায় এম্নি কল" অর্থাৎ অধিকারী ভেদে সাধকদিগকে ভিন্ন ভিন্ন পথে যাইতে

মুক্তি কাহাকে বলে তাহা আমি বলিতে পারি না ; তবে ঋষিরা যাহা বলিয়াছেন তাহার আভাস মাত্র যেটুকু বুঝিয়াছি তাহা এক কথায় বলিতে চাই,—ঠিক্ হইবে কিনা জানি না। এমন একটী দেশে যাওয়া যেখানে খালি আনন্দ, আর কিছু নাই। মৎকৃত মেহার নাটক্ হইতে এ সম্বন্ধে এই গানখানি প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করিলাম।

গীত

সে যে বড় ভাল দেশ।
নাইক সেথা যমের শক্তি
ধর্ত্তে কার মাথার কেশ॥
নাইক' সেথা ফুলের তোড়া
তবু গন্ধে মাতোয়ারা ;
সূর্য্যি মামার নাইক দেখা
নাইক তবু আঁধার লেশ।
দীপ জ্বলে না সাঁঝের বেলা ;
তবু হচ্ছে আলোর খেলা
হীরে মাণিক নাইক সেথা
তবু কেমন দেখতে বেশ॥

শ্রুতি উপদেশ দিয়াছেন। যাঁহারা মুক্তির প্রয়াসী বা অধিকারী তাঁহাদের কাম্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানও নাই, সঙ্কল্পও নাই। সূক্তও পাঠ করিতে হয় না। কিন্তু নিম্ন-

---

খাওয়া দাওয়ার নাইক তাড়া
পেট্‌টা তবু থাকে ভরা ;
একজামিনের নাইক পড়া,
এক জান্‌লেই পড়া শেষ ॥

পুরাণ কোরাণ হলেন ভ্রান্ত,
বেদ বেদান্ত সর্ব্বস্বান্ত,
ভূগোল-খগোল গোল পাকালে
গুরু বল্লেন অবশেষ,—
ঠিক্ ঠিকানা পাবি সেদিন
যেদিন আরজি করবি পেষ ॥

দার্শনিকগণ বলেন—আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক এবং আধিদৈবিক এই ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত অভাবই মুক্তি। সংসারে নিরবচ্ছিন্ন সুখ কোথায়? কবি বলিয়াছেন—

সুখ দুঃখ দুটী ভাই থাকে সদা এক ঠাঁই
নাহি ছাড়ে কেহ কার সঙ্গ।
লইয়া মানবগণে নানা ভাবে দুইজনে
হাসে কাঁদে কত করে রঙ্গ ॥

যেখানে হাসির ঘটা, নিত্য উৎসবের ছটা,
নৃত্য গীত আমোদ আহ্লাদ।

অধিকারীর পক্ষে সঙ্কল্প ও সূক্ত অবশ্য পঠনীয়। 'স্বর্গ-কামো যজেত' শ্রুতির এ উপদেশ স্বর্গপ্রার্থীর, মোক্ষ-কামীর নহে।

সেইখানে আর বার দেখি ঘোর অন্ধকার,
রোগ শোক রোদন বিষাদ ॥
যেমন শারদাকাশে স্থানে স্থানে মেঘ ভাসে,
পাশে পাশে হাসে সুধাকর।
তেমনি সুখের রবি প্রকাশি' প্রেমের ছবি
পশে পুনঃ দুঃখের ভিতর ॥

সুতরাং দেখা যাইতেছে পূর্ণানন্দ লাভ সংসারে হয় না। আনন্দ নিকেতন ভিন্ন অন্য কোথায়ও আনন্দ নাই। সাধক গাহিয়াছেন—

শান্তি নিকেতন বিনে কোথা শান্তি পাবে বল ?
সংসারে শান্তির আশা মরীচিকায় যথা জল।

পূর্ণানন্দ লাভের অধিকারী জগতে বিরল। নিম্ন অধিকারীর কাম্য কর্ম্মের জন্য সঙ্কল্পবাক্য।

ত্রিপত্র তুলসী তিল কুশীতে লইয়া
মাস, রাশি, পক্ষ, তিথি উল্লেখ করিয়া
পড়িবে সঙ্কল্প বাক্য হইয়া সংযত
সূক্ত পাঠ তারপরে শাস্ত্রেতে বিহিত ॥

(সামবেদীয় সঙ্কল্পসূক্ত)

ওঁ দেবো বো দ্রবিণোদাঃ, পূর্ণাং বিবষ্ট্বাসিচং।
উদ্ বা সিঞ্চধ্বমুপ বা পৃণধ্ব-মাদিদ্ বো দেব ওহতে।

দ্রবিণোদাঃ (ধনদাতা) দেবঃ (অগ্নি) বঃ (তোমাদের) পূর্ণাং (ঘৃতদ্বারা পরিপূর্ণ) আসিচং (আহুতি) বিবষ্টু (বিশেষরূপে কামনা করুন) (অতঃ) উৎসিঞ্চধ্বং বা (সোমেন পাত্রং) উপপৃণধ্বং বা সোমং (অতএব ঘৃত দ্বারা পাত্র পূর্ণ কর এবং অগ্নিদেবকে তাহা দাও।) আৎ ইৎ (অনন্তরমেব) দেবঃ (যুষ্মান্) ওহতে (বহতি অভীষ্টং প্রাপয়তি) (তাহা হইলে অগ্নিদেব তোমাদিগকে অভীষ্ট লাভ করাইবেন)।

তোমাদের পূর্ণাহুতি করুন কামনা
ধনদাতা অগ্নিদেব ; কর উপাসনা ॥
অতএব ঘৃতযোগে পাত্র পূর্ণ করি'
পূর্ণাহুতি দাও সবে প্রাণে ভক্তি ভরি' ॥
লভিবে অভীষ্ট ফল অগ্নিদেব বরে।
ধনদাতা অগ্নি জেনো ধরণী-উপরে ॥

এই মন্ত্রটী সামবেদ সংহিতার প্রথম প্রপাঠকের দ্বিতীয়ার্দ্ধের প্রথম মন্ত্র এবং সপ্তম প্রপাঠকের চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের তৃতীয় খণ্ডের প্রথমার্দ্ধে প্রথম মন্ত্র ॥

(সায়ণ ভাষ্য)

অথ ষষ্ঠ খণ্ডে—দেবোবঃ প্রথমা। বশিষ্ঠ ঋষিঃ। ছন্দঃ বৃহতী দেবতা

অগ্নিঃ। 'দ্রবিণোদা' ধনানাং দাতা 'দেবঃ অগ্নিঃ' 'বঃ যুষ্মদীয়াং 'পূর্ণাম্' হবিষা 'আসিচম্' আসিক্তাং চ স্রুচং 'বিবষ্টু' কাময়তাম্। অতঃ 'উৎসিঞ্চধ্বং বা' সোমেন পাত্রম্। 'উপপৃণধ্বং' বা সোমং বা শব্দৌ সমুচ্চয়ার্থৌ। ধ্রুব গ্রহেণ হোতৃচমসং পূরয়ত চ, অগ্নয়ে সোমং প্রযচ্ছত চেত্যর্থঃ 'আদিদ' অনন্তরমেব 'দেবঃ' অগ্নিঃ 'বঃ' যুষ্মান্ ওহতে বহতি। বিবষ্ট্, বিবষ্টী ইতি চ পাঠৌ।

(যজুর্ব্বেদীয় সঙ্কল্পসূক্ত)

ওঁ যজ্জাগ্রতো দূরমুদৈতি দৈবং, তদু সুপ্তস্য তথৈবৈতি।
দূরঙ্গমং জ্যোতিষাং জ্যোতিরেকং, তন্মে মনঃ শিবসঙ্কল্পমস্তু ॥

নিদ্রিত ব্যক্তির পাশে সেইরূপেই কাছে আসে,
জাগ্রত জীবের যাহা অতিদূরে যায় ;
ইন্দ্রিয়গণের মাঝে দূরগামী সব কাজে,
মোর সেই মন থাক কল্যাণ চিন্তায়,—
ইন্দ্রিয়ের প্রবর্ত্তক যে রহে আত্মায় ॥

তৎ মে (মম) মনঃ শিবসঙ্কল্পমস্তু (শিবঃ কল্যাণকারী ধর্ম্মবিষয়ঃ সঙ্কল্পঃযস্য তৎ তাদৃশং ভবতু) সেই আমার মন ধর্ম্মচিন্তাপরায়ণ হউক। মনঃ কীদৃশম্ (মন কেমন) ?

যৎ মনঃ (যেই মন) জাগ্রতঃ পুরুষস্য (জাগ্রত জীবের) দূরং উদৈতি (উদ্গচ্ছতি) (জাগরিত ব্যক্তির নিকট হইতে দূরে গমন করে) যৎ চ দৈবং (দীব্যতি প্রকাশতে দেবঃ আত্মা তত্র ভবং দৈবম্) (যাহা আত্মায় অবস্থিত) তৎ উ যদঃ স্থানে তচ্ছব্দঃ (উ শব্দঃ চকারার্থঃ) যচ্চ মনঃ সুপ্তস্য পুরুষস্য তথৈব এতি যথাগতং তথৈব পুনরাগচ্ছতি (নিদ্রিত ব্যক্তির সেইরূপেই

নিকটে আসে) যৎ চ দূরঙ্গমং (যাহা সর্ব্বাপেক্ষা বহুদূরগামি) যৎ মনঃ জ্যোতিষাং (প্রকাশকানাং চক্ষুরাদীন্দ্রিয়াণাম্)* একং এব জ্যোতিঃ (প্রকাশকং প্রবর্ত্তকম্) (এবং চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের একমাত্র প্রবর্ত্তক)।

হলায়ুধ মতে—যন্মনো জাগ্রতঃ (নিদ্রাহীনস্য) দূর মুদৈতি (যাতি) কিম্ভূতম্? দৈবং (দেবস্য ব্রহ্মণো বিজ্ঞানস্বরূপস্য প্রকাশকং)। উ অপিচ তন্মনঃ সুপ্তস্য (নিদ্রাণস্য) তথৈব দূরমবৈতি আগচ্ছতি। আগমনে দূরত্বাভিধানম্ সর্ব্বত উপসংহৃতিবৃত্তিত্বজ্ঞাপনার্থং। কিম্ভূতং। জ্যোতিষাং (প্রকাশকানাং) চক্ষুরাদীন্দ্রিয়াণাং মধ্যে দূরঙ্গমং জ্যোতিঃ দূরগামি। অন্যানি চক্ষুরাদীনি সন্নিহিতপ্রকাশকানি। মনস্তু ব্যবহিত-প্রকাশকমিত্যর্থঃ। পুনঃ কিম্ভূতং? একং উত্তমং। চক্ষুরাদীনি স্থূল-সন্নিহিতপ্রকাশকানি মনস্তুসন্নিহিতপ্রকাশকং। অতঃ চক্ষুরাদীনামুত্তম-মেতৎ। তন্মে মম মনঃ [illegible]সঙ্কল্পমস্তু কল্যাণসঙ্কল্পাভিলাষি ভবতু।

(ঋগ্বেদীয় সঙ্কল্প সূক্ত)

ওঁ যা গুং গূর্য্যা সিনীবালী, যা রাকা যা সরস্বতী।
ইন্দ্রাণীমহ্ব উতয়ে বরুণানীং স্বস্তয়ে॥

কুহূ সিনীবালী নামধারিণী আমার
অধিষ্ঠাত্রী দেবতারে করি আবাহন।
সেইরূপ অধিষ্ঠাত্রী দেবী পূর্ণিমার
আবাহন করি, করি রক্ষার কারণ।
বাগ্দেবী, ইন্দ্রাণী আর বরুণের প্রিয়া—
এ সবারে স্মরি মোরা মঙ্গল লাগিয়া॥

যা গুং গূঃ কুহূঃ (অদৃশ্যচন্দ্রা তাম্) উতয়ে (রক্ষণায়) অহ্বে (আহ্বয়ামি) (রক্ষার জন্য আহ্বান করি) যা সিনীবালী, যা সরস্বতী, তাম্ অপি অহ্বে। (যিনি সিনীবালী দৃশ্যচন্দ্রা) যিনি কুহূঃ ও সিনীবালা নামক দ্বিবিধ অমাবস্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা তাঁহাদিগকে আহ্বান করি। যা রাকা (যিনি পূর্ণিমার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা) সরস্বতী (যিনি বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা) তাঁহাকে আহ্বান করি। ইন্দ্রাণীং (ইন্দ্র পত্নী) তথা বরুণানীং (ও বরুণের পত্নীকে) স্বস্তয়ে (আমার মঙ্গলের জন্য) আহ্বান করি।

(সামবেদীয় ঘটস্থাপনের মন্ত্র)

দেবতার পূজা দুই প্রকার, মানস পূজা ও বাহ্য পূজা। নিম্ন অধিকারীর পক্ষে বাহ্য পূজার বিধান আছে। এবং ইহা শাল-গ্রাম-শিলা, বাণলিঙ্গে, জলে অথবা ঘটে হইয়া থাকে। যাঁহারা ঘটে পূজা করিবেন তাঁহাদিগকে ঘট স্থাপনার মন্ত্রগুলি পাঠ করিতে হয়। মানস পূজার বিধান স্বতন্ত্র। ভূমি প্রভৃতি এক একটি দ্রব্য স্পর্শ করিয়া তত্তৎ মন্ত্র পাঠ করিবেন।

১। ওঁ মহি ত্রীণামবরস্তু, দ্যুক্ষং,
মিত্রস্যার্য্য ম্ণঃ দুরাধর্ষং বরুণস্য ॥

অর্য্যমা বরুণ মিত্র এ তিন দেবতা,
হে ভূমি! তোমারে রক্ষা করুন সর্ব্বথা।
এ রক্ষণে কেহ নাহি বাধা দিতে পারে,
দেব-শক্তি অবিদিত কাহার সংসারে ॥

(সায়ণ মতে)

অর্য্যমা বরুণ মিত্র এ তিন দেবতা
মোদের সবারে রক্ষা করুন সর্ব্বথা ॥

এই মন্ত্রটী সামবেদ-সংহিতার দ্বিতীয় প্রপাঠকের দ্বিতীয়ার্দ্ধে ৮ম মন্ত্র।

(সায়ণ)

অথ অষ্টমী। বারুণিঃ সত্যধৃতির্ঋষিঃ। 'ত্রীণাং' ত্রয়াণাং 'মিত্রস্য' 'অর্য্যম্ণঃ' বরুণস্য চ 'দ্যুক্ষং' দীপ্তম্ অতএব 'দুরাধর্ষম্' অন্যৈঃ ধর্ষিতুং বাধিতুমশক্যং 'মহি' মহৎ অবর্ অবঃ রক্ষণম্ অস্মাকম্ অস্তু অবস্ ইত্যত্র অবঃ শব্দস্য বিসার্জ্জনীয়স্য রেফা-দেশ-শ্ছান্দসঃ।

অবর অবঃ ইতি চ পাঠৌ ॥ ৮

(ধান্য)

সামবেদীয় সংহিতার তৃতীয় প্রপাঠকের দশম খণ্ডের ৭ম ঋক্।

ওঁ ধানাবন্তং করম্ভিণ মপূপবন্ত মুক্‌থিনং। ইন্দ্র প্রাত র্জুষস্বনঃ।

প্রত্যুষে মোদের, দেব ! এই সোম যাগ,
উপভোগ কর ইন্দ্র ! হয়ো না বিরাগ ;—
দধি, ছাতু, ভাজা যব, পিষ্টকাদি দিয়া
রচিয়াছি যাহা মোরা পবিত্র করিয়া ॥

(সায়ণ)

অথ সপ্তমী। বিশ্বামিত্র ঋষিঃ যজমানো ব্রূতে হে ইন্দ্র ! ধানাবন্তং ধানা ভৃষ্টযবাঃ তদ্বন্তং করম্ভিণং করম্ভো দধিমিশ্রাঃ সক্তবঃ তদ্বন্তং অপূপবন্তং সবনীয়পুরোডাশোপেতম্ উক্‌থিনং স্তোত্রিনং নঃ অস্মদীয়ং ইমং সোমং প্রাতঃ সবনে জুযস্ব সেবস্ব।

(ঘটধারা).

এইটী ষষ্ঠ প্রপাঠকের প্রথমার্দ্ধে তৃতীয় মন্ত্র

ওঁ আবিশন্ কলসং স্নুতো বিশ্বা
অর্ষন্নভি শ্রিয়ঃ। ইন্দুরিন্দ্রায় ধীয়তে।

(সায়ণ)

অথ তৃতীয় ঋষিঃ জমদগ্নিঃ। স্নুতঃ অভিষুতঃ সোমঃ কলসং দ্রোণং আবিশন্। বিশ্বা সর্ব্বাঃ শ্রিয়ঃ সম্পদঃ অভ্যর্ষন্ অভিতোগময়ন্ ইন্দুঃ দীপ্তঃ সোমঃ ইন্দ্রায় ইন্দ্রার্থং ধীয়তে দশাপবিত্রে অধ্বর্য্যুভির্নিধীয়তে।

মন্ত্রপূত দীপ্তিযুত সোমরস মনঃপূত
রাখিতেছে কলসে ভরিয়া।
যতেক যাজ্ঞিকগণ লভিতে বিপুল ধন,
দেবরাজ ইন্দ্রের লাগিয়া॥

(জলধারা)

ওঁ আনো মিত্রা বরুণা ঘৃতৈ
র্গব্যূতিমুক্ষতং মধ্বা রজাংসি সুক্রতূ॥

পবিত্র সলিলে সিক্ত কর যজ্ঞ স্থান,
মধু দিয়া সিক্ত কর সকল পরাণ।
হে মিত্রাবরুণ দেব, জানাই তোমায়—
শুভ কর্ম্মকারী দোঁহে বিধির ইচ্ছায়।

(সায়ণ মতে)

হে মিত্রাবরুণ দেব, শুভ কর্ম্মকারী,
আমাদের গো-নিবাস স্থান

দুগ্ধধারাদানে কর সতত সিঞ্চন,
দুগ্ধবতী গাভী কর দান ॥
মধুর দুগ্ধের রসে পরলোকে আবাস বসতি
সিক্ত কর দোঁহে, দেব, পদযুগে করি এ মিনতি ॥

(সায়ণ)

অথ সপ্তমী বিশ্বামিত্রো জমদগ্নির্বা ঋষিঃ। সুক্রতূ শোভনকর্ম্মাণৌ হে মিত্রাবরুণৌ! নঃ অস্মাকং গব্যূতিং গবাং মার্গং গোনিবাসস্থানং ঘৃতৈঃ ক্ষরণসাধনৈঃ পয়োভিঃ আ উক্ষতম্ আ সমন্তাৎ সিঞ্চতম্ অস্মভ্যং দোগ্ধ্রীঃ গাঃ প্রযচ্ছতমিতিভাবঃ। রজাংসি পারলৌকিকান্যস্মদাবাসস্থানানি মধ্বা মধুরেণ দুগ্ধরসেন সিঞ্চতম্।

(পল্লবদ্বারা)

ওঁ অয় মূর্জ্জাবতোবৃক্ষ উজ্জীব-ফলিনী ভব।
পর্ণং বনস্পতে নুত্বানুত্বাচ সূয়তাং রয়িঃ ॥

উডুম্বর বৃক্ষ যথা হয় ফলশালী
ফলযুতা হও, বধু : তথা।
স্বীয় পত্র পুনঃ পুনঃ করি সঞ্চালন,
বনস্পতি, অর্থ দাও হেথা ॥

উক্ত মন্ত্রটী সীমন্তোন্নয়নে বধূর প্রতি পঠিত হয়।

(ফলদ্বারা)

ওঁ ইন্দ্রং নরো নেমধিতা হবন্তে, যৎপার্য্যা যুনজতে ধিয়স্তাঃ।
শূরো নৃষাতা শবসশ্চকান, আ গোমতি ব্রজে ভজা ত্বং নঃ ॥

উডুম্বর = যজ্ঞডুমুর

অগ্নিষ্টোম-আদি কর্ম্ম করে অনুষ্ঠান,
জয় আশে ডাকে যাঁরে নিত্য যজমান—
সেই ইন্দ্র তুমি, দেব, মহাশক্তিশালী ;
তব বলে বলীয়ান্ আমরা সকলি।
যতেক ঐশ্বর্য্য বীর্য্য বিভাগ করিয়া
দিতেছ মানবগণে যোগ্য বিবেচিয়া।
মোসবারে, দেবরাজ, যাও ল'য়ে তথা—
গবাদি পশুরা নিত্য বিচরিছে যথা।

(পুষ্প)

ওঁ শ্রীরসি ময়ি

তুমি শ্রী শরীরে মোর করহ বিহার।

(সিন্দূর)

ওঁ অঞ্জতে ব্যঞ্জতে সমঞ্জতে, ক্রতুং রিহন্তি মধ্বাভ্যঞ্জতে।
সিন্ধোরুচ্ছ্বাসে পতয়ন্তমুক্ষণং, হিরণ্যপাবাঃ পশুমপ্সু, গৃভ্‌ণতে।

দুগ্ধসহ সোমরস করিছে মিশ্রণ
ঋত্বিকেরা ; দেবগণ করে আস্বাদন।
সেই সোমরস পুনঃ ঋত্বিকেরা মিলে
সুবর্ণে পবিত্র করি' মিশায় সলিলে॥

(স্থিরীকরণ)

ওঁ ঋাবতঃ পুরূবসো, বয়মিন্দ্র প্রণেতঃ।
স্মসি স্থাতর্হরীণাং॥

হে ইন্দ্র, তোমার ঐশ্বর্য্য অপার,
তোমারি অধীনে মোরা।
অশ্ব-অধিষ্ঠাতা, কর্ম্মফল দাতা,
তোমার নাহিক জোড়া ॥

(যজুর্ব্বেদি-ঘট স্থাপন)

(ভূমি)

ওঁ ভূরসি ভূমিরস্যদিতিরসি, বিশ্বধায়া বিশ্বস্য ভুবনস্য ধত্রী।
পৃথিবীং যচ্ছ, পৃথিবীং দৃংহ, পৃথিবীং মা হিংসীঃ ॥

তুমি হও সুখদাত্রী, পৃথিবীর অধিষ্ঠাত্রী,
জগৎ-পোষিকা তুমি, দেবতা সুন্দরী।
জগৎ-ধারণ-কর্ত্রী, তুমি দেবী জগদ্ধাত্রী,
পৃথ্বীকে সংযত কর সর্ব্বলোকেশ্বরী ॥
দৃঢ় কর পৃথিবীরে না কর পীড়ন
এই মাত্র দেবি! তব পদে নিবেদন ॥

(ধান্য)

ওঁ ধান্যমসি, ধিনুহি দেবান্, ধিনুহি যজ্ঞং।
ধিনুহি যজ্ঞপতিং, ধিনুহি মাং যজ্ঞন্যং।

ধান্য তুমি, প্রীত কর সর্ব্ব দেবতারে।
যজ্ঞ-অধিষ্ঠাত্রী দেবী,—প্রীত কর তারে ॥
আর তুমি কর প্রীত হরি যজ্ঞেশ্বরে।
যজমান আমি বটি—প্রীত কর মোরে ॥

(ঘট)

ওঁ আ জিঘ্র কলশং মহ্যা ত্বা বিশন্ত্বিন্দবঃ। পুনরূর্জ্জা নিবর্ত্তস্ব, সা নঃ সহস্রং ধুক্ষ্বোরুধারা পয়স্বতী, পুনর্ম্মা বিশতাদ্রয়িঃ।

কলস আঘ্রাণ কর গোরূপে পৃথিবি!
সোমরস পশুক তোমায়।
ফিরে এস পাশে মোর দুগ্ধসহ পরে
দেহ ধন প্রচুর আমায়॥
আসুক আমার কাছে দুগ্ধবতী ধেনু।
আসুক আমার কাছে সুবর্ণের রেণু॥

(জল)

ওঁ বরুণস্যোত্তম্ভন-মসি। বরুণস্য স্কম্ভসর্জ্জনী স্থঃ,
বরুণস্য ঋতসদন্যসি। বরুণস্য ঋত সদনমসি।
বরুণস্য ঋত সদন মাসীদ॥

ওহে কাষ্ঠ! সোমরস-ফেণোদ্গমকারী হও
রস আলোড়িতে হেথা কলসীতে বসি রও।
বস্ত্রাবৃত সোমরস পতন-বারক হ'য়ে
তোমরা দু'টীতে থাক কলসের পাশে রয়ে॥

কাষ্ঠাসনোপরি কৃষ্ণ অজিন পাতিয়া
সোম পূর্ণ কলসীটী কাপড়ে ঢাকিয়া।
সোম যাগে যাজ্ঞিকেরা যত্নে বসাইবে
দুই পাশে দুই খণ্ড কাষ্ঠ রাখি দিবে॥

(পল্লব)

ওঁ ধন্বনা গা ধন্বনাজিং জয়েম ; ধন্বনা তীব্রাঃ সমদো জয়েম।
ধনুঃ শত্রোরপকামং কৃণোতি,
ধন্বনা সর্ব্বাঃ প্রদিশো জয়েম॥

ধনুর্দ্বারা করি জয় ধেনুগুলি মোরা,
উদ্ধত শত্রুর সেনা করি পরাজয়।
শত্রুর কামনা ধ্বংস হোক্ বুক্ জোড়া
সর্ব্বদিকে অবস্থিত শত্রু করি ক্ষয়॥

(ফল)

ওঁ যাঃ ফলিনীর্যা অফলা, অপুষ্পা যাশ্চ পুষ্পিণীঃ।
বৃহস্পতি-প্রসূতা-স্তা নো মুঞ্চন্ত্ব ওঁ হসঃ॥

ফল-পুষ্প-সমন্বিতা-ওষধি সকল,
কিংবা ফলপুষ্পহীনা যাহারা কেবল
বৃহস্পতি-শুভাদেশ ধরিয়া মাথায়।
তাঁরা সবে পাপ-মুক্ত করুন আমায়॥

(স্থিরী করণ)

ওঁ স্থিরো ভব বিড্ঙ্গ, আশুর্ভব বাজ্যর্ব্বন্।
পৃথুর্ভব সুষদ-স্বমগ্নেঃ পুরীষবাহনঃ।

তুমি হে গমনশীল নশ্বর ধরায়
চিরস্থায়ী হও ঘট হ'য়ে দৃঢ়-কায়।

নিবেদিত-দ্রব্য-ভোক্তা হও অন্নবান্
দেবগণে কর তুমি আসন প্রদান।
পাংশুরূপ মৃত্তিকায় করিয়া ধারণ
সুবিস্তীর্ণ হও তুমি অগ্নির আসন॥

(সিন্দূর)

ওঁ সিন্ধোরিব প্রাধ্বনে শূঘনাসো, বাতপ্রমিয়ঃ পতয়ন্তি যহ্বাঃ।
ঘৃতস্য ধারা অরুষো ন বাজী, কাষ্ঠা ভিন্দন্নূর্ম্মিভিঃ পিন্বমানঃ॥

তটিনী-তরঙ্গধারা ত্বরিত-গমনা
নিম্ন-দেশে হয় যথা সদ্য নিপতিত।
সিন্দূরাক্ত ঘৃতধারা কুঙ্কুম বরণা
বায়ুবেগে সেইরূপ পড়িছে নিশ্চিত।
কিংবা যথা সিক্ত-করি ভূমি ঘর্ম্মজলে
বেগ-গামী অশ্বরাজ রণক্ষেত্রে চলে॥

(পুষ্প)

ওঁ শ্রীশ্চ তে লক্ষ্মীশ্চ পত্ন্যা বহোরাত্রে পার্শ্বে, নক্ষত্রাণি রূপমশ্বিনৌ ব্যাত্তং। ইষ্ণ ন্নিষাণা মুম্ম ইষাণ, সর্ব্বলোকম্ম ইষাণ॥

হে আদিত্য, পত্নীরূপে করে অধিষ্ঠান
শোভা ও সম্পদ্ তব। করেছি সন্ধান,
তব পার্শ্বদ্বয় হয় দিবস, রজনী;
নক্ষত্র তোমার রূপ; মনে মনে গণি।

স্বর্গ মর্ত্ত্য হয় তব বিকসিত মুখ,
স্বেচ্ছায় বিতর মোরে ঐহিকের সুখ ॥
পারত্রিক সুখ আর মুক্তি দাও মোরে
ওহে দেব ! দিবাকর ! জানাই তোমারে ॥

ভবদেব মতে—

তব, হে পুরুষোত্তম, কমলা-ভারতী
পত্নীরূপে পদ সেবা করে দিবারাতি

(ঋগ্বেদি-ঘটস্থাপনমন্ত্র)

ওঁ উর্ব্বী সদ্মনী বৃহতী ঋতেন, হুবে দেবানা মবসা জনিত্রী।
দধাতে যে অমৃতং সুপ্রতীকে, দ্যাবা রক্ষতং পৃথিবী নো অভ্বাৎ ॥

দেবতা ও নরগণ রহে যথা অনুক্ষণ,
স্বর্গ ও পৃথিবী রাজ্য বিস্তীর্ণ ভুবন।
উভয়ের তৃপ্তি তরে বৃষ্টি আর শস্য ধরে
যাহারা, তাদের করি হেথা আবাহন ॥
শোভন-মূরতি দোঁহে, তোমরা মহৎ হও,
সুবিমল জলরাশি করেছ ধারণ।
মহাপাপ হতে, ওহে, পৃথিবী, স্বরগ-ভূমি
নিরন্তর আমা সবে করহ রক্ষণ ॥

(প্রাশ্য)

ওঁ ধানাবন্তং করম্ভিণ মপূপবন্ত মুকৃথিনং।
ইন্দ্র প্রাতর্জুষস্বনঃ।

অনুবাদ পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে।

(ঘট)

ওঁ এতানি ভদ্রা কলশ ক্রিয়াম, কুরুশ্রবণ দদতো মঘানি।
দান ইদ্ বো মঘবানঃ সোঅস্বয়ঞ্চ, গমো হৃদি যং বিভর্ম্মি॥

ধনদান কর্ত্তা তুমি, ওহে ইন্দ্র! দেব-স্বামি
আমরা তোমার এই স্তুতি করি গান।
ওহে যজমানগণ! ধনদান কর্ত্তা হন
ইন্দ্র, আর সোমরস যাহা করি পান॥

(অথবা)

যজমানগণ-স্তুত ওহে, ইন্দ্র দেবরাজ—
ধনদানকর্ত্তা তুমি তব স্তুতি করি আজ।
ওহে যজমানগণ, তোমাদেরো যেন হন
ধনদানকর্ত্তা ইন্দ্র ; সোমরস আর
যাহা পান করি মোরা সর্ব্ব-রস-সার॥

(আসন শুদ্ধির মন্ত্র)

আসন মন্ত্রস্য মেরু পৃষ্ঠঋষিঃ সুতলং ছন্দঃ।
কূর্ম্মোদেবতা আসনোপবশেনে বিনিযোগঃ॥

আসন মন্ত্রের হন মেরু-পৃষ্ঠ ঋষি
কূর্ম্মরূপী শ্রীবিষ্ণুদেবতা।
উপবেশনের কার্য্যে প্রয়োগ ইহার,
এ মন্ত্র স্তুতলচ্ছন্দে গাঁথা॥

ওঁ পৃথি ত্বয়া ধৃতা লোকা দেবিত্বং বিষ্ণু নাধৃতা।
ত্বঞ্চ ধারয় মাং নিত্যং, পবিত্রং কুরু চাসনম্॥

অয়ি মাতঃ বসুন্ধরে! নিরন্তর আছ ধরে
সকল লোকেরে তুমি; তোমারে আবার
করেন ধারণ জিষ্ণু কূর্ম্মরূপী মহাবিষ্ণু
আমারে ধারণ কর তুমি অনিবার।
আসনে পবিত্র কর তুমি গো আমার॥

(ভাবার্থ)

বিষ্ণুর ধারণে তুমি রয়েছ অচলা যথা
তোমার ধারণে লোকসকল অচল তথা।
সেইরূপ পূজাকালে আমিও অচল থাকি
যেন মাগো বসুমতি এমিনতি করে রাখি॥

(স্বস্তি বাচন)

ওঁ সোমং রাজানং বরুণ মগ্নি মন্বারভামহে।
আদিত্যং বিষ্ণুং সূর্য্যং ব্রহ্মাণঞ্চ বৃহস্পতিম্॥

তপন ঐশ্বর্য্যশালী, চন্দ্রমা, বরুণ আর
অদিতি-নন্দন বিষ্ণু, ব্রহ্মা—হোতা দেবতার

এ সবারে আর দেব বৃহস্পতি ভগবান্,
রক্ষা হেতু স্তুতি-বাক্যে করি মোরা আহবান্

(যজুর্ব্বেদীয়)

ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ
স্বস্তি ন স্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ, স্বস্তি নো বৃহস্পতি র্দধাতু ॥
ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি।

সেই ইন্দ্রদেব করুন মঙ্গল
সবে স্তুতি যাঁর করয়ে গান,
সর্ব্ববিৎ পূষা আর বৃহস্পতি
মোদের কল্যাণ করুন দান ॥
ব্যর্থ নাহি হয় অস্ত্র যাঁহার
বিষ্ণুর বাহন গরুড় নাম—
কল্যাণ বিধান করুন মোদের
সেই দেব সদা সফলকাম ॥

(সামীয়)

অথ দশমে খণ্ডে—সেয়ং প্রথমা অগ্নিস্তাপস ঋষিঃ। ছন্দঃ অনুষ্টুপ্ দেবতা বিশ্বে দেবাঃ।

রাজানং রাজমানমীশ্বরং বা সোমং বরুণং চ অগ্নিং চ গীর্ভিঃ অন্বারভামহে তথা আদিত্যং অদিতেঃ পুত্রং বিষ্ণুং চ সূর্য্যং চ ব্রহ্মাণং বৃহস্পতিং চ অন্বারভামহে।

(সাক্ষ্য মন্ত্র)

ওঁ সূর্য্য সোমো যমঃ কালঃ সন্ধ্যে ভূতান্যহঃ ক্ষপা।
পবনো দিক্‌পতির্ভূমি রাকাশং খচরামরাঃ।
ব্রাহ্মীং শাসনমাস্থায় কল্পধ্বমিহ সন্নিধিং ॥

ব্রহ্মার আদেশ মাথায় করিয়া
শূন্যমার্গ-চারি দেবতাগণ।
আসুন এখানে সূর্য্য, চন্দ্র, যম,
কাল, সন্ধ্যা দুটী আর সমীরণ।
দিক্‌পাল পবন, পঞ্চ ভূতগণ,
দিবারাত্রি, ভূমি আকাশ আর
সাক্ষীরূপে এঁরা হোন উপস্থিত
বহিতে ব্রহ্মার শাসন ভার।

(শ্রাদ্ধমন্ত্র)

বেদে যাঁহাদের আস্থা আছে, তাঁহারা শ্রাদ্ধমন্ত্র-গুলিও বিশ্বাস করিবেন। কারণ, শ্রাদ্ধের অধিকাংশ মন্ত্রই বৈদিক। সুতরাং শ্রাদ্ধ-কার্য্যের প্রামাণ্য সম্বন্ধে সন্দেহের কারণ নাই। পিতৃলোক উদ্দেশে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক যাহা দেওয়া হয় তাহাকেই শাস্ত্রকারগণ শ্রাদ্ধ বলিয়াছেন।

সংস্কৃতব্যঞ্জনাঢ্যঞ্চ পয়োদধিঘৃতান্বিতম্।
শ্রদ্ধয়া দীয়তে যস্মাৎ শ্রাদ্ধং তেন নিগদ্যতে ॥

দধি-দুগ্ধ-ঘৃতযুক্ত অন্ন নিবেদন
পিতৃগণোদ্দেশে দান সুপক্ক ব্যঞ্জন।
শ্রদ্ধা করি শাস্ত্রবাক্যে মন্ত্র পাঠ করি
যে কর্ম্ম বিহিত হয় শ্রাদ্ধ নাম তারি ॥

পিতৃ পুরুষগণ-সমীপে শ্রাদ্ধীয় দ্রব্যের পরমাণু তাঁহাদের ভোগ্যদ্রব্যের পরমাণুর সহিত মিশ্রিত হইয়া তাঁহাদেরও তৃপ্তি সাধন করে। এই শ্রাদ্ধ একোদ্দিষ্ট, পার্ব্বণ, নান্দীমুখ, সপিণ্ডীকরণ প্রভৃতি বিবিধ ভাবে হইলেও মন্ত্রগুলি প্রায়ই এক।

শ্রাদ্ধের প্রথম অনুষ্ঠান।

পাদ প্রক্ষালন করি কুশাসনে বসি সুখে
প্রদীপ জ্বালিয়া মন্ত্র পড়িবে দক্ষিণ মুখে ॥
বাস্তু-বিষ্ণু-গঙ্গা-পূজা ভোজ্যোৎসর্গ আদি কাজ
পূর্ব্ব মুখ হ'য়ে কর কহে যত ঋষিরাজ ॥

শ্রাদ্ধের প্রথম বৈদিকমন্ত্র দর্ভময় ব্রাহ্মণ স্নানে প্রযুক্ত হয়।

(ব্রাহ্মণ স্নান মন্ত্র)

ওঁ সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং সর্ব্বতো বৃত্বা অত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্ ॥

হৃৎপদ্ম মাঝে সেই সত্য সনাতন
জ্ঞানরূপে করে অবস্থান।

নিখিল সমষ্টিরূপে বিরাট্ পুরুষ
পরমাত্মা সেই ভগবান্।
বুদ্ধীন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয়, মস্তিষ্ক নিচয়
আছে যাহা নিখিল প্রাণীর।
সে সকলি একমাত্র জানিও ইহার
বিশ্বব্যাপী যাঁহার শরীর॥

ত্রিলোক পার্থিব দেহ ব্যাপী ভগবান্
নাভি ঊর্দ্ধে দশাঙ্গুলি স্থান অতিক্রমি
আছেন বিজ্ঞানরূপে পুরুষ প্রধান
সর্ব্ব দেহ হৃদি মাঝে তিনি অন্তর্য্যামী॥

(অথবা):—
প্রাণীর সমষ্টি রূপ বিরাট পুরুষ
অনন্ত চরণ, নেত্র-শির।
সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড জুড়ি করে অবস্থান
বিশ্বব্যাপী যাঁহার শরীর।

যঃ পুরুষঃ নাভেরূর্দ্ধং দশাঙ্গুলমতিক্রম্য অর্থবশাৎ হৃৎপদ্মমধ্যে জ্ঞানরূপোঽতিষ্ঠৎ। সহস্রশীর্ষা-সহস্রশব্দঃ অসঙ্খ্যাতবচনঃ; তেন অসঙ্খ্যাতশিরাঃ কিম্ভূতঃ? সহস্রাক্ষঃ-অক্ষশব্দঃ অত্র বুদ্ধীন্দ্রিয়োপলক্ষকঃ, তানি চ ষট্।

সহস্রপাৎ, পাদশব্দঃ অপি কর্ম্মেন্দ্রিয়োপলক্ষকঃ, তানি চ পঞ্চ। এতেন ত্রৈলোক্যোদরবর্ত্তিপ্রাণিনাম্ যানি শিরাংসি, বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি,

দশাঙ্গুলি-নির্দ্দেশিত দশদিক্‌মাঝে
বিরাজে ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ড; তাহারো বাহিরে
আছেন নিয়ত যিনি; হৃদয়ের মাঝে
অথবা করেন বাস নাভির উপরে॥

(প্রার্থনা মন্ত্র)

ওঁ দেবতাভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ মহাযোগিভ্য এব চ।
নমঃ স্বাহায়ৈ স্বধায়ৈ নিত্যমেব ভবন্ত্বিতি॥

পুরূরবা আদি দেবতাসকলে
প্রণমি সনক প্রভৃতি যোগী।
পিতৃলোকগণে করি নমস্কার
নিয়ত যাঁহারা শ্রাদ্ধান্নভোগী॥
দেব-পিতৃলোক-অধিষ্ঠাত্রীদেবী
স্বাহা স্বধা নামে দেবতা দু'টী।
আসুন তাঁহারা, এইত প্রার্থনা
তাঁদের চরণ-কমলে লুটি॥

শ্রাদ্ধে বাস্তুপুরুষের অর্চ্চনায় প্রণাম মন্ত্র।

ওঁ সর্ব্বে বাস্তুময়া দেবাঃ সর্ব্বং বাস্তুময়ং জগৎ।
পৃথ্বীধর সুবিজ্ঞেয়ো বাস্তুদেব নমোস্তুতে॥

কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি তানি সর্ব্বাণি অস্য ইত্যর্থঃ। এতেন অসৌ সহস্রশিরাঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ। কিং কৃত্বা অতিষ্ঠৎ? ভূমিং সর্ব্বতঃ বৃত্বা ব্যাপ্য। ভূমিশব্দঃ ভূম্যাখ্যপ্রাণিদেহবচনঃ। ত্রৈলোক্যবর্ত্তিনঃ পার্থিবদেহান্ ব্যাপ্য ইত্যর্থঃ। ("শীর্ষং শ্ছন্দসি" ইতি শিরঃ শব্দস্থ শীর্ষন্নাদেশঃ)

বাস্তুদেব পৃথিবীরে করেন ধারণ
বাস্তুময় সমস্ত দেবতা।
নিখিল জগৎ রাজ্য হয় বাস্তুময়,
বাস্তুদেব, নমি হে সর্ব্বথা॥

এই মন্ত্রে চন্দন মাখাইতে হয়।

ওঁ গন্ধদ্বারাং দুরাধর্ষাং নিত্যপুষ্টাং করীষিণীং।
ঈশ্বরীং সর্ব্বভূতানাং তামিহোপহ্বয়ে শ্রিয়ম্।

সুগন্ধই চিহ্ন যাঁর, পরাজিতে কেহ নারে যাঁরে,
শস্যাদি-সমৃদ্ধিমতী যিনি নিরবধি—
এই কার্য্যে আহবানি তাঁরে।
গবাশ্বাদি-পশুযুতা সর্ব্ব-প্রাণী-অধীশ্বরী যিনি
অতুল-ঐশ্বর্য্যময়ী মহাবিষ্ণু-গৃহলক্ষ্মী তিনি॥

(কুরুক্ষেত্র পাঠ)

ওঁ কুরুক্ষেত্র গয়া-গঙ্গা-প্রভাস-পুষ্করাণিচ।
পুণ্যান্যেতানি তীর্থানি শ্রাদ্ধকালে ভবন্তিহি॥

কুরুক্ষেত্র, গয়া, গঙ্গা, প্রভাস, পুষ্করসর—
এই সব পুণ্যতীর্থ শ্রাদ্ধে হোক অগ্রসর॥

(আবাহন মন্ত্র)

ওঁ বিশ্বেদেবাস আগত, শৃণুতাম ইমং হবং।
এদং বর্হি নিষীদত॥

আমার আহ্বান শুন, বিশ্বদেবগণ,
এস হেথা কুশাসন করহ গ্রহণ ॥

ওঁ বিশ্বদেবাঃ শৃণুতেমং হবং মে যে অন্তরিক্ষে, য উপদ্যবিষ্ঠ
যে অগ্নিজিহ্বা উতবা যজত্রা আসাদ্যাস্মিন্ বর্হিষিমাদয়ধ্বং ॥

ওহে বিশ্বদেবগণ ! লহ এই কুশাসন
শোন মোর এই আবাহন।
আকাশে ভূলোকে স্বর্গে আমার আহুতি বর্গে
অগ্নিজিহ্ব কর আস্বাদন ॥
উপাস্য তোমরা সবে যজ্ঞদ্বারা এই ভবে,
শোন সবে আমার আহ্বান।

হে বিশ্বেদেবাসঃ যূয়ং মে মম ইমং হবং আহ্বানং শৃণুত্বা শৃণুত। শ্রুত্বাচাগচ্ছত। আগত্যাচ ইদং বর্হিঃ কুশং আনিষীদত আসনার্থমুপ কল্পিতে বর্হিষি উপবিষ্টা ভবতেত্যর্থঃ ॥

হে বিশ্বেদেবাঃ যূয়ং মে মম ইমং হবং আহ্বানং শৃণুত। কিম্ভূতা যূয়ং যে অন্তরীক্ষে আকাশে তিষ্ঠথ যে উপ সমীপে পৃথিব্যাং দ্যবি স্বর্গে-দ্বয়োরপি "স্থ" ইত্যনেনৈব সম্বন্ধঃ। এতদুক্তং ভবতি ভূমৌ আকাশে স্বর্গে স্থিতা যে বিশ্বেদেবাঃ। তে কে ? যে অগ্নিজিহ্বাঃ অগ্নিরেব হবি র্ভোজনসাধনং যেষাম্। উতবা অপিবা যে যজত্রাঃ।

যজন্তং শ্রাদ্ধকারিণং ত্রায়ন্তে ইতি যজত্রাঃ। পুরূরবোমাদ্রবঃ প্রভৃতয়ঃ তে যূয়ং অস্মিন্ মদ্দত্তে বর্হিষি কুশে আসাদ্য উপবিশ্য মাদয়ধ্বম্ মদোহর্ষ স্তদ্যুক্তা ভবত ইত্যর্থঃ ॥

(হে বিশ্বসংজ্ঞকা দেবাঃ) শৃণুত্বা ইতি শৃণুত ইত্যর্থঃ তস্য ত্বা ইতি তস্য স্থানে তাদেশঃ।

প্রীতি-পূজা-দ্রব্যগুলি, লহ আজি করে তুলি,
তৃপ্ত হও দেবতা প্রধান ॥

ওঁ এহি পিতঃ সৌম্য গম্ভীরেভিঃ পথিভি পূর্ব্বিণেভি।
দেহ্যস্মভ্যং দ্রবিণেহ ভদ্রং রয়িঞ্চ নঃ সর্ব্ব বীরং নিযচ্ছ ॥

দেবগণ যেই পথে যাতায়াত করে
সেই পথ দিয়া হেথা কর আগমন।
পরম আরাধ্য পিতঃ আসি মোর ঘরে
বিতর কল্যাণ, বীর, প্রার্থিত কাঞ্চন ॥

ওঁ যাদিব্যা আপঃ পয়সা সম্বভূবুর্য্যা অন্তরিক্ষ্যা উতপার্থি বীর্য্যাঃ।
হিরণ্য বর্ণা যজ্ঞীয়াস্তান আপঃ শিবাঃ শং স্যোনাঃ সুহবা ভবন্তু ॥

দুগ্ধসহ মিশি' হয়েছে মধুর
যে জল শুভ্র-রজত-প্রায়
আকাশ-পৃথিবী-স্বর্গজাত যাহা
পূজার যোগ্য তরলকায়।
সে জল মোদের হোক হিতকর
নিয়ত কল্যাণ করুক দান
ব্রাহ্মণের হাতে হোক সমর্পিত
যথাবিধি যেন জগৎ প্রাণ ॥

(মধুদানের মন্ত্র)

ওঁ মধু বাতা ঋতায়তে, মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ। মাধ্বীর্নঃ সন্তোষধীঃ।

ওঁ মধু নক্ত মুতোষসো, মধুমৎ পার্থিবং রজঃ। মধুদ্যৌরস্তু নঃ পিতা।
ওঁ মধু মান্নো বনস্পতি র্মধু মাঁ। অস্তু সূর্য্যঃ। মাধ্বী র্গাবো ভবন্তু নঃ॥

বরষে মধু মৃদুল বায়ু, বরষে মধু বিন্দু
যাজকগণে তটিনী সনে নিয়ত নদ-সিন্ধু ;
মধুর হোক মোদের ধেনু
ওষধি, তরু, লতিকা, বেণু,
পথের রেণু, স্বরগভূমি, তপন, দিবা, ইন্দু,
মধুর হোক্ রজনী সনে কুমুদ-কুল-বন্ধু।

(মতান্তরে)

মন্দ মন্দ সমীরণ মধুবর্ষি' অনুক্ষণ
মধুময়-স্পর্শ-সুখ করুক প্রদান।
তটিনী বরষি' মধু, ওষধি মাধুর্য্যে শুধু
পূর্ণ হ'য়ে করে যেন আনন্দ বিধান।

মধু বাতা ঋতায়তে বায়বো মধু বহন্তু ইত্যর্থঃ। সিন্ধবঃ মধু ক্ষরন্তি নদ্যো মধু স্রবন্তু। ওষধীঃ মাধ্বীঃ সন্তু। ওষধয়ঃ ধান্যাদয়ঃ মধুযুক্তা ভবন্তু ইত্যর্থঃ। নঃ অস্মাকম্ ইতি স্থানত্রয়েঽপি যোজ্যম্। নক্তং মধ্বস্তু। রাত্রির্ম্মধুমতী ভবতু। উত ন কেবলং রাত্রিঃ উষসোঽপি মধু সন্তু ইতি পূর্ব্বেণৈব সম্বন্ধঃ। উষঃ প্রভাতম্ পার্থিবং রজঃ মধুমদস্তু। পৃথিবী মধুমতী ভবতু। দ্যৌঃ স্বর্গো মধু অস্তু মধুমতী ভবতু। কিম্ভূতা দ্যৌঃ পিতা পিতেব সর্ব্বস্যানুকূলঃ। অত্রাপি ন ইতি সর্ব্বং যোজ্যম্ বনস্পতি র্নঃ মধুমানস্তু। বনস্পতিঃ সোমঃ। সূর্য্যো নো মধুমানস্তু।

আমাদের রাত্রিদিন হোক্ মধুময়,
আকাশ-পৃথিবী যেন মধুময় হয়।
চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহরাজ, আর ধেনুগণ—
মধুময় হোক্ সবে এই আকিঞ্চন ॥

(শ্রাদ্ধের বিঘ্নাপসারণ মন্ত্র)

ওঁ অপহতা অসুরা রক্ষাংসি বেদিষদঃ ॥

শ্রাদ্ধবেদী হ'তে দূরে করে পলায়ন
দেবতাবিরোধী দৈত্য, আর রক্ষোগণ ॥

(তিলদান মন্ত্র)

ওঁ তিলোঽসি সোমদৈবত্যো, গোসবো দেবনির্ম্মিতঃ।
প্রত্নমদ্ভিঃ পৃক্তঃ স্বধয়া পিতৄন্ লোকান্ প্রীণাহি নঃ স্বাহা ॥

বিষ্ণুদেহ হ'তে তিল! জনম তোমার,
চন্দ্র তব অধিপতি; স্বর্গ দাও নরে।
পিতৃলোকে দাও নিত্য তৃপ্তি সবাকার
জলেতে মিশ্রিত হ'য়ে অন্নরূপ ধ'রে ॥

গাবো নো মাধ্বী র্ভবন্তু। অত্র ঋতায়তে ইতি নির্ঘণ্টুঃপ্রাপণার্থঃ। ঋতধাতো লোট্ প্রত্যয়ে কৃতে তিঙোতিঙাং ইতি লট্, বহুবচন স্থানে একবচনং চ ততশ্চ ঋতায়তে ইতি রূপং।

পূজ্যপাদ কবিরত্ন মহাশয়ের ব্যাখ্যা—ঋতায়তে (ঋতং যজ্ঞং ইচ্ছতে যজমানায়) বাতাঃ (বায়বঃ) মধু (মাধুর্য্যোপেতং স্পর্শসুখং) ক্ষরন্তি (বর্ষন্তি) প্রযচ্ছন্তি ইত্যর্থঃ।

ত্বং তিলঃ অসি। কিম্ভূতঃ সোমদৈবত্যঃ (সোমদেবতাদৈয় অয়মিতি "দেবতান্তাত্তাদর্থ্যে যৎ" ইতি যৎ) পুনঃ কিম্ভূতঃ? গোসবঃ (গাং স্বর্গং সূতে) দেবনির্ম্মিতঃ (দেবেন বিষ্ণুনা নির্ম্মিতঃ উৎপাদিতঃ বিষ্ণুদেহোদ্ভবাঃ স্তিলা ইতি শ্রুতেঃ। ত্বং অদ্ভিঃ পৃক্তঃ (জলেন মিশ্রিতঃ সন্) নঃ অস্মাকম্ পিতৄন্ লোকান্ পিতৃ-পিতামহাদীন্) প্রত্নং (চিরকালং ব্যাপ্য স্বধয়া (স্বধাকারেণ) (স্বধা বৈ পিতৃণামন্নমিতি শ্রুতেঃ) প্রীণাহি (প্রীতান্ কুরু)।

গায়ত্রী ও মধুবাতা ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া 'ওঁ মধু মধু মধু' বলিয়া এই মন্ত্রগুলি পাঠ করিতে হয়।

(শ্রব্য পাঠ)

*ওঁ যজ্ঞেশ্বরো হব্য-সমস্তকব্য-ভোক্তাব্যয়াত্মা হরিরীশ্বরোঽত্র।
তৎ সন্নিধানাদপযান্ত সদ্যো রক্ষাংস্যশেষাণ্যসুরাশ্চ সর্ব্বে॥

দেবভোগ্য হব্য রক্ষা করে যেইজন,
পিতৃগণ ভক্ষ্য কব্য করেন রক্ষণ;
অবিনাশী পরমাত্মা-সেই নারায়ণ
বিশ্বের নিয়ন্তা হরি শ্রীমধুসূদন
বিরাজে হেথায়; তাঁর শুভ অধিষ্ঠানে
অসুর ও রাক্ষসেরা পলাক স্বস্থানে॥

ওঁ যোগীশ্বরং যাজ্ঞবল্ক্যং সম্পূজ্য মুনয়োঽব্রুবন্
বর্ণাশ্রমেতরাণাম্ নো ব্রূহি ধর্ম্মানশেষতঃ।

* হব্য=দেবগণের অন্ন।
কব্য=পিতৃগণের অন্ন।

যোগীশ্বর যাজ্ঞবল্ক্যে প্রণতি করিয়া
কহে সব মুনিগণ ; কহ বিবরিয়া
বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম আদি ; ওহে তপোধন !
তব পদে আমাদের এই নিবেদন ॥

ওঁ মন্বত্রি-বিষ্ণু-হারীত-যাজ্ঞবল্ক্যো শনোহঙ্গিরাঃ
যমাপস্তম্ব-সংবর্ত্তাঃ কাত্যায়ন-বৃহস্পতী ॥
পরাশর-ব্যাস-শঙ্খ-লিখিতা দক্ষ-গৌতমৌ
শাতাতপো বশিষ্ঠশ্চ ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রযোজকাঃ ॥

বৃহস্পতি, পরাশর, বিষ্ণু, কাত্যায়ন,
আপস্তম্ব, শাতাতপ, শঙ্খ, দ্বৈপায়ন,
লিখিত, সম্বর্ত্ত, দক্ষ, হারীত, গৌতম,
উশনা অঙ্গিরা, মনু, অত্রি আর যম,
ইঁহারা ও যাজ্ঞবল্ক্য আর্য্যধর্ম্ম মতে
ধর্ম্ম শাস্ত্র প্রযোজক বিদিত জগতে।

ওঁ তদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততং

ওঁ দুর্য্যোধনো মন্যুময়ো মহাদ্রুমঃ
স্কন্ধঃ কর্ণঃ শকুনিস্তস্য শাখা।
দুঃশাসনঃ পুষ্পফলে সমৃদ্ধে
মূলং রাজা ধৃতরাষ্ট্রোঽমনীষী ॥
ওঁ যুধিষ্ঠিরো ধর্ম্মময়ো মহাদ্রুমঃ
স্কন্ধোঽর্জ্জুনো ভীমসেনোঽস্য শাখা।

মাদ্রীসুতৌ পুষ্পফলে সমৃদ্ধে
মূলং কৃষ্ণো ব্রহ্ম চ ব্রাহ্মণাশ্চ ॥

ক্রোধরূপী মহাবৃক্ষ রাজা দুর্য্যোধন,
পরিপুষ্ট পুষ্পফল তার দুঃশাসন।
শকুনি তাহার শাখা, স্কন্ধ কর্ণবীর,
ধৃতরাষ্ট্র মূল তার নিয়ত অধীর ॥
ধর্ম্মরূপী মহাবৃক্ষ রাজা যুধিষ্ঠির,
অর্জুন তাঁহার স্কন্ধ সতত সুধীর।
ভীমসেন শাখা তার, মাদ্রীপুত্রদ্বয়
পরিপুষ্ট পুষ্পফল জানিবে নিশ্চয়।

স্বাধ্যায়ং শ্রাবয়েৎ পিত্র্যে ধর্ম্মশাস্ত্রাণি চৈবহি
আখ্যানানীতিহাসাংশ্চ পুরাণানি খিলানি চ ॥ মনু—

শ্রাদ্ধে বেদ (গায়ত্রী, মধুবাতা ইত্যাদি) ধর্ম্মশাস্ত্র (সংহিতা) এখানে যোগীশ্বরং ইত্যাদি যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতার ১ম, ৩য় ও ৪র্থ এই তিনটী শ্লোক ; যেহেতু যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায় আছে :—

শ্লোকত্রয়মপি হ্যস্মাদ্ যঃ শ্রাদ্ধে শ্রাবয়িষ্যতি।
পিতৃণাংতস্য তৃপ্তিঃ স্যাদক্ষয়া নাত্র সংশয়ঃ ॥

উপাখ্যান (হরিবংশোক্ত সপ্তব্যাধা ইত্যাদি), ইতিহাস (মহাভারত এখানে তদন্তর্গত মহাভারতের বীজস্বরূপ দুর্য্যোধনো ইত্যাদি), পুরাণ (বিষ্ণু পুরাণোক্ত যজ্ঞেশ্বরো ইত্যাদি রক্ষোঘ্ন মন্ত্র), খিল (শ্রীসূক্ত, শিবসঙ্কল্পাদি—এখানে 'তদ্বিষ্ণোঃ' ইত্যাদি মন্ত্র) তৃপ্তি বিশেষ লাভের জন্য ভোজনকালে ব্রাহ্মণকে শুনাইতে হয়। এইজন্য এই মন্ত্রগুলিকে শ্রব্য বলে। (পূজ্যপাদ কবিরত্ন মহাশয়ের টীকা)।

মূল তার হয় কৃষ্ণ যিনি জ্ঞানময়,
জ্ঞান-মূল বেদ ; বিপ্র বেদ-মূল হয় ॥

ওঁ সপ্ত ব্যাধা দশার্ণেষু মৃগাঃ কালঞ্জরে গিরৌ
চক্রবাকাঃ শরদ্বীপে হংসাঃ সরসি মানসে।
তেঽভিজাতাঃ কুরুক্ষেত্রে, ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ
প্রস্থিতা দূরমধ্বানং যূয়ং তেভ্যোঽবসীদত ॥

কোনও মুনির সাত শিষ্য গিয়া গো-চারণে,
উপস্থিত দেখি মাংসাষ্টকা শ্রাদ্ধদিনে,
গুরুর একটী গাভী করিয়া হরণ—
বধিয়া করিল শেষে শ্রাদ্ধ সমাপন ॥

অভিশাপ দিলা গুরু তোমরা সকলে
দশার্ণ দেশেতে জন্ম লভ ব্যাধকুলে।
তারপর কালঞ্জরে যাবে সবে চলে
মৃগ হ'য়ে বিচরিবে তীক্ষ্ণ শৃঙ্গ তুলে ॥

তারপর শরদ্বীপে চক্রবাক হবে
মানস সরস হংস হয়ে জন্ম লবে।
তারপর বেদ-বেত্তা ব্রাহ্মণ হইয়া
কুরুক্ষেত্রে শিষ্যগণ জনম লভিয়া—
দূর পথে করি সবে তীর্থ পর্য্যটন
পাপ মুক্ত হবে শেষে শুন বৎসগণ ॥

অগ্নিদগ্ধ পিণ্ডদান মন্ত্র।

ওঁ অগ্নিদগ্ধাশ্চ যে জীবা, যেঽপ্যদগ্ধাঃ কুলে মম
ভূমৌ দত্তেন তৃপ্যন্তু, তৃপ্তা যান্তু পরাং গতিং
ওঁ যেষাং ন মাতা ন পিতা ন বন্ধু
নৈবান্নসিদ্ধি র্ন তথান্নমস্তি।
তত্তৃপ্তয়েঽন্নং ভুবি দত্তমেতৎ
প্রয়াস্তু লোকায় সুখায় তদ্বৎ॥

দাহন সংস্কার হয়েছে যাদের,
কিম্বা যাহাদের হয়নি তাহা;
তৃপ্ত হোক্ তারা সেই অন্নদ্বারা,
কুশযুক্ত ভূমে প্রদত্ত যাহা।
লভুক্ স্বর্গ তারা তৃপ্ত হয়ে—
সকলের যেটা সুখের স্থান,
মাতা-পিতা-বন্ধু নাহি যাহাদের;
তাদেরো অন্ন করিনু দান।

(রেখাকরণ মন্ত্র)

ওঁ নিহন্মি সর্ব্বং যদমেধ্যবদ্ভবে
হতাশ্চ সর্ব্বেঽসুরদানবা ময়া।
রক্ষাংসি যক্ষাঃ সপিশাচসঙ্ঘা
হতা ময়া যাতুধানাশ্চ সর্ব্বে।

কোন অংশে যদি থাকে কোন ত্রুটি
সংশোধন করি সে সব ক্ষত।

শ্রাদ্ধ বিঘ্নকারী অসুর দানবে
পিশাচ রাক্ষসে করেছি হত ॥

(পিণ্ডদানে এই মন্ত্র পঠিতব্য)

ওঁ অক্ষন্নমীমদন্ত হ্যবপ্রিয়া অধূষত।
অস্তোষত স্বভানবো বিপ্রা নবিষ্ঠয়া মতী
যোজা ন্বিন্দ্র তে হরী ॥

(সুভানবঃ পাঠান্তর)

(সায়ণ) হে ইন্দ্র! ত্বয়া দত্তান্যন্নানি অক্ষন্ যজমানা ভুক্তবন্তঃ। ভুক্ত্বা চ অমীমদন্ত হি তৃপ্তা আসন্। খলু প্রিয়াঃ স্বকীয়াঃ তনূঃ অবাধূষত অকম্পয়ন্ অতিশয়িতরসাস্বাদনেন বক্তুমশক্নুবন্তঃ শরীরাণ্যকম্পয়ন্। তদনন্তরং স্বভানবঃ স্বায়ত্তদীপ্তয়ঃ বিপ্রাঃ মেধাবিনঃ ঋত্বিজঃ নবিষ্ঠয়া অতিশয়েন নূতনয়া মতী মত্যা স্তুত্যা অস্তোষত অস্তুবন্। অতঃ হে ইন্দ্র! তে ত্বদীয়ৌ হরী এতৎ-সংজ্ঞাবশ্বৌ নু ক্ষিপ্রং যোজ রথে যোজয় ॥

পূজ্যপাদ কবিরত্ন মহাশয়ের ব্যাখ্যা—

পিতরঃ অক্ষন্ (অথাদিষুঃ—হবীংষি ইতি শেষঃ)। ততঃ অমীমদন্ত (স্বার্থে ণিচ্-অমাদ্যন্ হর্ষমলভন্ত) হি। তথা প্রিয়াঃ (তনূঃ) অবাধূষত (অকম্পয়ন্ রোমাঞ্চযুক্তাঃ অভবন্ ইত্যর্থঃ) তথা অস্তোষত (তুষ্টা বভূবুঃ) কিম্ভূতাঃ পিতরঃ? বিপ্রাঃ (পাত্রদেহস্থাঃ) তাৎস্থ্যোন তচ্ছব্দপ্রয়োগঃ, বিপ্রশরীরস্থাঃ সর্ব্বমেতৎ চক্রুঃ ইত্যর্থঃ, ততশ্চ নবিষ্ঠয়া মতী (অত্যন্তাভিনবয়া বুদ্ধ্যা) নু (হে) ইন্দ্র (পরমৈশ্বর্য্যযুক্ত সূর্য্য) তে (তব) হরী (হরীন্-অশ্বান্) যোজ (একচিত্তীভূয় নিরূপয়ন্তি) (অমাবস্যাশেষত্রিভাগে চন্দ্রমণ্ডলাদধস্তাৎ অবস্থিতেঃ পিতৃণাম্ চন্দ্রমণ্ডলাধারত্বাৎ সূর্য্যাশ্বনিরূপণং যুজ্যতে) অবাধূষতেতি ব্যবহিতোপসর্গসম্বন্ধঃ ॥

শ্রাদ্ধ-অন্ন প্রিয় বলি ভুঞ্জে পিতৃগণ
আনন্দিত রোমাঞ্চিত আর তৃপ্ত হন।
নিমন্ত্রিত বিপ্রদেহে করি অবস্থান
বাখানে তেজস্বী তাঁ'রা শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান ॥
হে সূর্য্য ঐশ্বর্য্যশালী তব অশ্বগণ
নেহারে নয়নে সেই পিতৃদেবগণ ॥

(সায়ণ মতে)

তব দত্ত অন্নরাশি করিয়া ভোজন
লভিছে পরম তৃপ্তি যজমানগণ।
হে ইন্দ্র! তাদের তনু কম্পিত করিয়া
আত্ম তৃপ্তি জানাইল মুখে না কহিয়া।

ভবদেব মতে—

হে হরে! হে ইন্দ্র! যান্ বিপ্রান্ যে শ্রাদ্ধভোক্তারো বিপ্রা ত্বদ্দত্তে-নান্নপানীয়েনামীমদন্তঃ মুদমত্যর্থং প্রাপ্য হর্ষযুক্তা বভূবুস্তথা অস্তোষত যে তুষ্টা ভূতাস্তথাঽক্ষন্ যে সংহতা একীভূতাস্তান্ বিপ্রান্ অব পালয়। হি যস্মাৎ তে তব প্রিয়াস্তবৈব আশ্রয়ান্নাধূষত নাবকম্পন্ত কিম্ভূতাস্তে বিপ্রাঃ স্বভানবঃ সুপ্রকাশশীলাঃ সুপ্রদীপকা ইতি যাবৎ। উ অবধারণে, নু বিতর্কে। বিপ্রাঃ পুনঃ কীদৃশাঃ বিষ্ঠয়া মতীয়া ঊর্দ্ধগামিন্যা মত্যা বিশিষ্টা, বিষ্ঠেতি বিশব্দোঽন্তরীক্ষেঽপি বৌ তিষ্ঠতি গচ্ছতি বা বিষ্ঠা, ছান্দসত্বাৎ ষত্বম্। অতস্তর্কয়ামি সুপ্রকাশবত্যা মত্যা ইত্যর্থে মতীয়ো-যকারাগমঃ ছান্দসত্বাৎ। হরীতিসম্বোধন পদং সম্বুদ্ধাবীদিতি ঈকারঃ।

ইন্দ্র ইতি হরি-বিশেষণম্, পরমেশ্বরত্বাৎ অবিদ্যাং কার্য্যে হরতীতি

মেধাবী ঋত্বিক্‌গণ নবস্তুতি গানে
করিল তোমার স্তব বিবিধ বিধানে ;
হরিনামে অশ্ব দুটী কর সংযোজন
ওহে ইন্দ্র রথে তব,—এই নিবেদন ॥

ওঁ ইদং বিষ্ণু বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদম্ সমূঢ়মস্য পাংশুলে ।

করিলা বামনদেব পাদক্ষেপ যবে
বলিরে ছলিতে লক্ষ্য করি এই ভবে ।
তখন ত্রিবিধ ভাবে রাখিলা চরণ
সেই পদধূলিযুক্ত স্থানে এ ভুবন ॥

অন্নোৎসর্গে পড়িতে হয়

ওঁ পৃথিবী তে পাত্রং, দ্যৌঃ পিধানং, ব্রাহ্মণস্য মুখেঽমৃতেঽমৃতং জুহোমি স্বাহা

(হে অন্ন) পৃথিবী তোমার পাত্র, স্বর্গ আচ্ছাদন
সুধাময় দ্বিজ-মুখে করি সমর্পণ ॥

আবাহনের পর কৃতাঞ্জলি হইয়া এই মন্ত্রটী পড়িতে হয়

১০ম । ৯৭ । ২২ ঋক্

ওঁ ওষধয়ঃ সমবদন্ত সোমেন সহ রাজ্ঞা ।
যস্মৈ কৃণোতি ব্রাহ্মণ স্তং রাজন্ পারয়ামসি ॥

হরিরিতি অন্বয়াৎ। যানিতি বিভক্তিব্যত্যয়েন প্রথমায়াং দ্বিতীয়া; পূর্ব্ববৎ তেনায়মর্থঃ। যে বিপ্রা অত্র কর্ম্মণি ভোক্তার স্তান্ বিপ্রান্ অব রক্ষ ইত্যর্থঃ ॥

ওষধয়ঃ (ব্রীহ্যাদয়ঃ) রাজ্ঞা (ওষধীনামীশেন) সোমেন (চন্দ্রেণ সহ) সমবদন্ত (স্থিরীভূতাঃ)। অয়মর্থঃ, যা ওষধয়ঃ শ্রাদ্ধে দীয়ন্তে, তাঃ সোমেন সহ ঐক্যমাপন্নাঃ অমৃতময়ীভূতাঃ ইতি। তথা ব্রাহ্মণঃ

শ্রাদ্ধে দত্ত এই ধান্য যব আদি,
তাহাদের রাজা মনের মত।
সুধাকর সনে, মধুর মিলনে
সুধাময় হল ওষধিঁ যত॥
এই শ্রাদ্ধভোজী বসেছে ব্রাহ্মণ
করিতে ভোজন উদর ভরি!
যাঁর তরে সোম-ওষধি, ঈশ্বর
তাঁরে আপ্যায়িত আমরা করি॥

ভবদেব মতে—

ওহে বিশ্বদেবগণ!
তোমাদের আগমনে কৃতার্থ হইয়া মনে
ওষধি চন্দ্রমা সনে স্থির হ'য়ে রয়,
শ্রাদ্ধে দত্ত যব ধান্য; প্রভৃতি ওষধি মান্য
মনে মনে ধন্য জ্ঞান করিছে নিশ্চয়।
ওষধি-ঈশ্বর চন্দ্র, তুমি হে ব্রাহ্মণ!
শ্রাদ্ধান্ন-ভোজন-পাপ কর নিবারণ॥

(শ্রাদ্ধভোক্তা) যস্মৈ (দেবায়) কৃণোতি (করোতি, ভোজন মিতি শেষঃ) হে রাজন্ (সোম) তং (দেবং) বয়ং পারয়ামসি (আপ্যায়য়ামঃ)।

ভবদেব মতে—হে বিশ্বেদেবা স ন কেবলং যুষ্মগেব হর্ষযুক্তাঃ কিন্তু ভবদধিষ্ঠানযুক্তমাত্মানং বহুমন্যমানা ওষধয়ঃ সোমেন সহ রাজ্ঞা

শ্রাদ্ধভোক্তা কুশাময়-কল্পিত-ব্রাহ্মণ ;
এর, আর মোর কর সন্তাপ বারণ ॥

ওঁ উশন্তস্ত্বা নিধীমহ্যুশন্তঃ সমিধীমহি। শন্নুশত আ বহ পিতৄন্ হবিষে অত্তবে।

(নান্দীমুখ শ্রাদ্ধে—"নান্দীমুখান্ পিতৄন্")

হে অগ্নে তোমারে করি মোরা সংস্থাপন,
হবির্দান করিয়া কামনা।
কামনা করিয়া তোমা করি সন্দীপিত,
ঘৃতপানে তোমারও বাসনা ॥
পিতৃ-পিতামহগণে সঙ্গে ল'য়ে এস
সেই হবিঃ করিতে ভোজন।
তাঁহারাও ভালবাসে শ্রদ্ধাহুত হবিঃ
তাই আজি এই আয়োজন ॥

সহাসীনাঃ সমবদন্ত স্থিরীভূতাঃ। যতঃ সোমঃ ওষধীনামধিপতিঃ। কিন্তু হে সোম রাজন্ ত্বং ব্রাহ্মণোঽসি ভবসি যতো যস্মৈ ব্রাহ্মণায় শ্রাদ্ধভোক্তৃত্বেনোপকল্পিতায় আসনং কুশান্তরেণ সম্বদ্ধং কৃণোতি দধাতি তং ব্রাহ্মণমপি মাম্ সর্ব্বতোভাবেন পারয় শ্রাদ্ধভোজনকৃতপাপান্মোচয় ইত্যধ্যাহার্য্যং। কৃণোতীতি বিভক্তিব্যত্যয়ে মধ্যমে প্রথমপুরুষঃ তিঙাং তিঙিতি স্মরণাৎ। আমিতি অব্যয়ানামনেকার্থত্বাৎ সর্ব্বতোভাবেঽপি দ্রষ্টব্যম্।

হে অগ্নে উশন্তঃ (কাময়মানা বয়ং) ত্বা ত্বাং নিধীমহি স্থাপয়ামঃ, উশন্তঃ (কাময়মানা এব বয়ং) ত্বাং সমিধীমহি সন্দীপয়ামঃ ॥

(অথবা) :—

হে অগ্নে আমরা সবে কামনা করিয়া এবে
করিতেছি তোমারে স্থাপন।
ঘৃত দান মনে করি তোমারে উদ্দীপ্ত করি,
পিতৃগণে কর আনয়ন।
কামনা করেন সেথা ভোজন করিতে হেথা
সুপবিত্র ঘৃত আমাদের।
সঙ্গে করে ল'য়ে এস, মোদের আসনে বস ;
পরিতৃপ্তি হোক তাঁহাদের ॥

এই মন্ত্র দ্বারা জলধারা দিয়া ব্রাহ্মণদিগকে প্রদক্ষিণ করিতে হয়—

ওঁ আ মা বাজস্য প্রসবো জগম্যা
দেমে দ্যাবা পৃথিবী বিশ্বরূপে।
আ মা গন্তাং পিতরামাতরা
চা মা সোমো অমৃতত্বেন গম্যাৎ ॥

অন্নের সমৃদ্ধি হোক্ আমার নিয়ত হেথা,
আসুক আমার কাছে মরাগর, মাতাপিতা।
আসুন চন্দ্রমাদেব, আমার নিকটে আজ
দেবলোকে জন্ম দিতে পড়ায়ে নবীন সাজ ॥

বাজস্য অন্নস্য প্রসবঃ উৎপত্তিঃ মা মাং আ জগম্যাৎ আগচ্ছতু। বিশ্বরূপে সর্ব্বরূপাত্মিকে ইমে দ্যাবা পৃথিবী দ্যাবাপৃথিব্যৌ মাং প্রতি আগচ্ছতাম্। পিতরামাতরা অস্মদীয়ঃ পিতা মাতা চ আগন্তাম্ আগচ্ছতাম্।

(বিসর্জ্জনে)

ব্রাহ্মণকে জল দিবার মন্ত্র--

ওঁ বাজে-বাজেঽবত বাজিনো নো ধনেষু বিপ্রা অমৃতা ঋতজ্ঞাঃ
অস্য মধ্বঃ পিবত মাদয়ধ্বং তৃপ্তা যাত পথিভির্দেবযানৈঃ ॥

তোমরা অমৃত দেবভাবে ঢাকা,
তোমাদের তরে হ'য়ে ছিল রাখা
শ্রাদ্ধদত্ত অন্ন ঘৃত-মধু-মাখা,
ওহে পিতৃগণ সরল প্রাণ।

সর্ব্ববিধ ধন কিংবা অন্নরাশি
হলে উপস্থিত, করুণা প্রকাশি
রক্ষিও সবারে সব বিঘ্ননাশি ;
অন্ন-মধু-রস করহ পান ॥

মধু পান করি পরিতৃপ্ত হ'য়ে
দেবযান পথে চলিয়া যাও।

বাজঃ অন্নং যেষামস্তি তে বাজিনঃ (অন্নবন্তঃ) হে পিতরঃ বাজে বাজে সর্ব্বস্মিন্ অন্নে উপস্থিতে সতি ধনেষু চ উপস্থিতেষু সৎসু নঃ (অস্মান) অবত (পালয়ত)।

কিম্ভূতাঃ যূয়ম্! বিপ্রাঃ বিপ্রদেহস্থাঃ মেধাবিনঃ বা অমৃতাঃ (অমরধর্ম্মাণঃ দেবভাবমাপন্নাঃ ইত্যর্থঃ) ঋতজ্ঞাঃ (সত্যজ্ঞাঃ যজ্ঞজ্ঞা বা) কিঞ্চ অস্য মধ্বঃ কর্ম্মণি ষষ্ঠী ইদং মধু মধুরং হবিঃ পিবত। পীত্বাচ মাদয়ধ্বং (তৃপ্তা ভবত) ততঃ তৃপ্তাঃ সন্তঃ দেবযানৈঃ (দেবাদিষ্টৈঃ) পথিভিঃ (মার্গৈঃ যাত) (গচ্ছত)।

সন্ত্যজ্ঞ তোমরা বিপ্র-দেহ-স্থিত
—সন্তান সকলে কুশল দাও ॥

(বর প্রার্থনা মন্ত্র)

ওঁ দাতারো নোঽভিবর্দ্ধন্তাং বেদাঃ সন্ততিরেবচ ।
শ্রদ্ধা চ নো মা ব্যগমদ্ বহু দেয়ঞ্চ নো অস্ত্ব ॥
অন্নং চ নো বহু ভবেদতিথীংশ্চ লভেমহি ।
যাচিতারশ্চ নঃ সন্তু মা চ যাচিষ্ম কঞ্চন ॥
অন্নং প্রবর্দ্ধতাং নিত্যং দাতা শতং জীবতু ।
যস্মৈ সঙ্কল্পিতো দ্বিজ স্তস্যাক্ষয়া তৃপ্তিরস্ত্ব ॥

হোক্ প্রবর্দ্ধিত দানশীল জন,
বেদের প্রসার মোদের কুলে ;
হোক্, প্রতিদিন বাড়ুক সন্তান,
বেদ যেন কেহ নাহিক ভুলে ॥
বেদের বচনে আমাদের কুলে
শ্রদ্ধা যেন কারু নাহিক যায়,
প্রচুর অন্ন হোক্ আমাদের,
যেন এ সংসার অতিথি পায় ॥
দিবার জিনিষ হোক্ সুপ্রচুর,
করুক ভিক্ষা মোদের ঠাঁই ;
কারু কাছে যেন আমরা কখন,
লভিবারে কিছু নাহিক চাই ॥

শতবর্ষজীবী হোক্ দানশীল,
অন্ন-বৃদ্ধি পাক্, সবারে দেই ;
যাঁর তরে দ্বিজ আজি নিমন্ত্রিত
হোক্ তৃপ্তি তাঁর কামনা এই ॥

ওঁ অত্র পিতর্মাদয়স্ব যথাভাগ মা বৃষায়স্ব ॥

এই শ্রাদ্ধে পিতৃদেব হও আনন্দিত
স্বীয় ভাগ লহ ক'রে পবিত্র চরিত ॥

পিণ্ডে জলধারা দিবার মন্ত্র

ওঁ ঊর্জ্জং বহন্তীরমৃতং ঘৃতং পয়ঃ কীলালং পরিস্রুতং স্বধাস্থ তর্পয়ত মে পিতরম্। (পার্ব্বণে-পিতৄন্; নান্দীমুখে-পুষ্টয়ঃস্থ নান্দীমুখান্ পিতৄন্)।

হে জল ! করহ তৃপ্ত মম পিতৃগণ।
অন্ন-ঘৃত-দুগ্ধ-সার করিয়া বহন ॥
পিতৃলোক-অন্নরূপী হইয়া এখনে
তৃপ্ত কর পূজ্যপাদ পিতৃলোকগণে ॥

পিণ্ড পূজার পর ষড়্ ঋতুর নমস্কার মন্ত্র

ওঁ বসন্তায় নমস্তুভ্যং গ্রীষ্মায় চ নমো নমঃ।
বর্ষাভ্যশ্চ শরৎসংজ্ঞঋতবে চ নমঃ সদা ॥
হেমন্তায় নমস্তুভ্যং নমস্তে শিশিরায় চ।
মাসসংবৎসরেভ্যশ্চ দিবসেভ্যো নমোনমঃ ॥

ওঁ ষড়্ভ্যঃ ঋতুভ্যঃ নমঃ ॥

প্রণমি হে পিতৃদেব চরণে তোমারি
গ্রীষ্ম বর্ষা শীত আদি ঋতু-রূপধারী ॥

বর্ষ মাস দিনরূপী তোমাকে আবার
ষড় ঋতুরূপি পিতৃগণে নমস্কার ॥

বৃদ্ধিশ্রাদ্ধে দৈবপাত্রে যব দিবার মন্ত্র

ওঁ যবোঽসি যবয়াস্মদ্দ্বেষো যবয়াঽরাতী
র্দিবে ত্বান্তরিক্ষায় ত্বা পৃথিব্যৈ ত্বা ।
শুন্ধন্তাং লোকাঃ পিতৃষদনাঃ পিতৃষদনমসি ॥

হে শস্য যেহেতু তুমি যবনাম ধরেছ ধরায়,
দৌর্ভাগ্য হইতে ভিন্ন আমা সবে করহ ত্বরায় ॥
দরিদ্রে করিতে দান দেহ ধন আবশ্যক মত,
স্বর্গলোক-প্রীতি হেতু, অগ্র তব সিঞ্চি অবিরত ॥
অন্তরীক্ষ-প্রীতি তরে মধ্যভাগে সলিল সেচন,
ভূলোক তর্পিতে যব মূলভাগ করিনু প্রোক্ষণ ॥
পিতৃলোক বাসভূমি শুদ্ধ হোক সেচন ক্রিয়ায়,
হও কুশ সিংহাসন ; পিতা যেন বসিবারে পায় ॥

শ্রাদ্ধে শান্তি মন্ত্র পঠনীয়।

ওঁ কয়ানশ্চিত্র আভূব দূতী সদাবৃধঃ সখা ।
কয়া শচিষ্ঠয়া বৃত ॥

যস্মাৎ ত্বং যবঃ অসি (যৌতি পৃথক্ করোতীতি যবঃ) তস্মাৎ দ্বেষঃ (দ্বেষ্টৄন্ শত্রূন্ (দৌর্ভাগ্যাণি বা) অস্মাৎ (অস্মত্তঃ) যবয় (পৃথক্ কুরু) তথা অরাতীঃ (অদানানি চ) যবয় (পৃথক্ কুরু) অন্নেন সৌভাগ্যং ধনঞ্চ প্রার্থ্যতে ইতি ভাবঃ ।

ওঁ কস্থা সত্যো মদানাং মংহিষ্ঠো মৎসদন্ধসঃ।
দৃঢ়া চিদারুজেবসু।
ওঁ অভী ষু ণঃ সখীনা, মবিতা জরিতৃণাং।
শবং ভবাস্যূতয়ে॥

কি প্রকার তর্পণেতে দেবেন্দ্র বাসব হেথা
সর্ব্বদা বর্দ্ধনশীল, পূজনীয় যথা তথা ?
আমাদের কাছে এসে মিত্র হবে সবাকার,
যথাজ্ঞানে অনুষ্ঠিত কি কর্ম্ম করিব সার ?

কি প্রকারে সোমরস, হে দেব ! করিলে পান
মত্ত হ'য়ে শত্রু ধন বিনাশিবে ভগবান্ ?
রক্ষা কর্ত্তা স্তাবকের ; হও মোর সম্মুখীন
রক্ষিবারে ; মিত্ররূপি ! মোরা হই অতি দীন॥

ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা
ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভিঃ যজত্রাঃ।
স্থিরৈ রঙ্গৈ স্তুষ্টুবাংসস্তনুভিঃ
ব্যশেমহি দেবহিতং যদায়ুঃ॥

হে অগ্রভাগ ! দিবে (দ্যুলোকপ্রীত্যর্থং) ত্বা (ত্বাং) প্রোক্ষামি। হে মধ্যভাগ ! অন্তরিক্ষায় অন্তরীক্ষলোকপ্রীত্যৈ ত্বা (ত্বাং) প্রোক্ষামি। হে মূলভাগ। পৃথিব্যৈ (ভূলোক-প্রীত্যৈ) ত্বা (ত্বাং) (প্রোক্ষামি) পিতরঃ সীদন্তি যেষু লোকেষু তে পিতৃসদনাঃ লোকাঃ শুদ্ধন্তাম্ ; অনেন উদক (সেচনেন শুদ্ধা ভবন্তু) পিতরঃ সীদন্তি উপবিশন্তি যস্মিন্ তৎ পিতৃষদনং হে বর্হিঃ ত্বং পিতৃষদনমসি।

ওহে বৃন্দারক বৃন্দ ! কল্যাণ বচন যেন
তোমাদের অনুগ্রহে শুনিবারে পাই।
চরু পুরোডাশ হবিঃ, গ্রহীতা তোমরা সবে,
তোমাদেরি করুণায় দৃষ্টি শক্তি চাই ॥
বধিরতা দোষ কভু মোর নাহি যেন ঘটে
দৃষ্টি শক্তি কোন দিন নাহি যেন হটে ॥

দৃঢ় হস্তপদযুত শরীর লইয়া মোরা
তোমাদের স্তুতি গান করি উচ্চারণ ;

(মাতৃস্তুতি)

মরি কিবা মনোহরা, মা কথাটী মুখ ভরা,
শুদ্ধতায় একমাত্র প্রণব সমান ;
আগম নিগম তন্ত্র গাহে যাঁর মহামন্ত্র
যে মন্ত্রে লভয়ে নর দুঃখের নির্ব্বাণ
নহে অনুমান ইহা, প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

প্রবাসে, কাননে, বাসে মহামন্ত্র যার ভাসে,
রোগে, শোকে, কিংবা ত্রাসে না হয় অধীর,
মরুতে ঝরণা ছুটে, পাষাণে কুসুম ফুটে,
যে নামে চরণে লুটে শমন প্রবীর,
জন্মান্ধ দেখিতে পায় শুনয়ে বধির ॥

বিধাতৃনির্দ্দিষ্ট আয়ু এক শত কুড়ি বর্ষ,—
মোরা যেন পাই হেন সুদীর্ঘ জীবন ॥

বৃদ্ধিশ্রাদ্ধে দর্ভাসন-দান-মন্ত্র

বিষ্ণুরোম্ বসুসত্যৌ বিশ্বেদেবাঃ এতদ্বো দর্ভাসনং নমঃ।

বসু ও সত্য নামে বিশ্বদেবগণ,
তোমা সবে করি দান এই দর্ভাসন।

বৃদ্ধিশ্রাদ্ধে পিতৃপক্ষে অন্নদান মন্ত্র

এতত্তে পাত্রীয়মামান্নং সোপকরণং স যবোদকং
ওঁ যে চাত্রত্বামনু, যাংশ্চ ত্বমনু তস্মৈতে নমঃ ॥

মা, মা মন্ত্র-মহাধ্বনি মহাশক্তি-বীজ গণি ;
কে সৃজিল এই মন্ত্র কবে কোথা বসি ?
মন্ত্র-বাচ্য কোন্ দেবী— যাহারে নিয়ত সেবি'
রচিলা বিধাতা বিশ্ব, রবি, তারা শশী ;
কাহার মহিমা ঘোষে নিয়ত উল্লসি ?—

বিতরি করুণা-বিন্দু, মথিয়া স্নেহের সিন্ধু
মা-রত্ন উত্তোলি' কেবা করিলা অর্পণ।
যাঁহার প্রসাদে নর পরিপুষ্ট কলেবর
মহা সুখে ধরামাঝে করে বিচরণ ;
কোন্ মহাদেবী মায়ে করিলা সৃজন ?

এই শ্রাদ্ধে যারা রহে তব সনে
তুমি যাহাদের সহিত রও।
দিতেছি অন্ন পানীয় তাদেরি,—
তোমাকেও বটে, তৃপ্ত হও।

শুধু বুঝি, মা আমার মহাকৃপা-পারাবার,
মাতৃবক্ষে দুগ্ধধারা মাতৃহৃদে স্নেহ।
আলোরূপে রবি-শশী, রসরূপে জলে বসি,
ফলরূপে তরুশাখে ধরি' নানা দেহ
বিতরে করুণারাশি, নাহিক সন্দেহ ॥

তরুপত্র-পাখা ল'য়ে মিষ্ট মিষ্ট কথা ক'য়ে
রবিকর-শ্রান্ত নরে করয়ে ব্যজন।
মা-টীই ত মাটী হ'য়ে নিরবধি বক্ষে ল'য়ে
কত খাদ্য ক্ষুধাকালে করে বিতরণ;
সুপ্তিরূপে শ্রান্তি হরে করি' আকর্ষণ ॥

কি দিয়ে পূজিব, মাগো, কিছু নাহি মোর,
যাহা কিছু দেখিতেছি সকলি যে তোর।
লতা-পাতা-ফুল-ফল
দুগ্ধ-দধি-অন্ন-জল
বসন, ভূষণ, স্নেহ-প্রেম-মায়া-ডোর
এ সকলি তোর, মাগো, মোর আঁখিলোর।

ওঁ ইদং পাত্রীয়মামান্নং ইমা আপঃ ইদং হবিঃ এতান্যুপকরণানি, যথা সুখং বাগ্‌যতা জুষধ্বং ॥

সুখে ও নীরবে　　　পিতৃগণ সবে
করুন ভোজন পান
পাত্রস্থ আমান্ন　　　ঘৃত জল অন্য
উপকরণাদি দান ॥

কৃতাঞ্জলি হইয়া এই মন্ত্রটী বলিতে হয়—

ওঁ অন্নহীনং ক্রিয়াহীনং বিধিহীনঞ্চ যদ্ভবেৎ।
তৎ সর্ব্বমচ্ছিদ্রমস্তু।

অন্নহীন ক্রিয়াহীন কিংবা বিধিহীন
যদি কিছু দোষ ঘটে থাকে—
এই শ্রাদ্ধে সে সকল দোষ মুক্ত হোক্,
দোষ ঘটে কর্ম্মের বিপাকে।

অর্ঘ্যস্থাপনে পবিত্র মন্ত্র

ওঁ পবিত্রে স্থো বৈষ্ণব্যৌ ওঁ বিষ্ণোর্ম্মনসা পূতে স্থঃ

যজ্ঞ সম্বন্ধীয় হে পবিত্রদ্বয়,
হইয়াছ সুপবিত্র।
আজি এই স্থানে তোমরা দুজনে
শ্রীবিষ্ণুস্মরণ মাত্র ॥

জল দিবার মন্ত্র

ওঁ শন্নো দেবী রভিষ্টয়ে, শন্নো ভবন্তু পীতয়ে। শং যোরভি স্রবন্তুনঃ।

দেবতা-স্বরূপ জল পাপনাশ করি'
আমাদের হোক্ সুখকর,
যজ্ঞাঙ্গ-স্বরূপ হয়ে রোগ রাশি নাশি'
বর্ষে যেন ধারা নিরন্তর ॥

ওঁ অত্র পিতরো মাদয়ধ্বং যথাভাগমাবৃষায়ধ্বং

ওহে পিতৃগণ, হও আনন্দিত
শ্রাদ্ধে তোমরা সকলে
নিজ নিজ ভাগ করিয়া গ্রহণ,
নিবেদি চরণ-কমলে ॥

শ্বাসধারণ করিয়া দক্ষিণাবর্ত্তে পূর্ব্বমুখ হইয়া পিতৃগণকে ভাস্করমূর্ত্তি চিন্তা করিয়া পড়িতে হয়।

ওঁ অমীমদন্ত নান্দীমুখাঃ পিতরো,
যথা ভাগ-মা বৃষায়িষত।

হয়েছেন আনন্দিত মম পিতৃগণ
করেছেন নিজ নিজ ভাগের গ্রহণ ॥

হে পিতরঃ! যূয়ং অত্র শ্রাদ্ধে মাদয়ধ্বং হৃষ্টা ভবত ততো যথাভাগং (স্বং স্বং ভাগমনতিক্রম্য) আবৃষায়ধ্বম্ সমন্তাৎ বৃষবৎ আচরত।

পিতৃস্তুতিঃ

ওঁ পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতাহি পরমং তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥
ওঁ পিতৃন্নমস্যে দিবি যে চ মূর্ত্তাঃ
স্বধাভুজঃ কাম্যফলাভিসন্ধৌ।

প্রদানশক্তাঃ সকলে প্সিতানাং
বিমুক্তিদা যে ইনভিসংহিতেষু।

পিতা স্বর্গ, পিতা ধর্ম্ম, পিতাই পরমতপ,
পিতার প্রীতিতে প্রীত হন দেবতারা সব্।
স্বর্গে যাঁহারা মূর্ত্তি ধরিয়া নিত্য বিরাজ করে,
শ্রাদ্ধ অন্ন ভোজন করিয়া তৃপ্ত যাঁহারা ঘরে,
করিলে কামনা বাঞ্ছিত ফল বিলায় না কহি কটু,
কিছু না চাহিলে মুক্তি-প্রদানে যাঁহারা নিয়ত পটু—
সেই পিতৃগণে আমি করি নমস্কার
পরম আরাধ্য তাঁরা শ্রেষ্ঠ দেবতার॥

বৃষোৎসর্গাদি মন্ত্র ও অন্যান্য শ্রাদ্ধ মন্ত্রগুলি পর খণ্ডে দেওয়া গেল।

(বিবাহের মন্ত্র)

বিবাহের ১১টী মন্ত্র ও তাহার পদ্যানুবাদ ১ম খণ্ডে দেওয়া হইয়াছে।

১২। ওঁ দ্যৌস্তে পৃষ্ঠং রক্ষতু বায়ুরূরূ অশ্বিনৌ চ, স্তনন্ধয়স্তে পুত্রান্ সবিতাভি, রক্ষত্বা বাসসঃ পরিধানাদ্ বৃহস্পতি-বিশ্বেদেবা অভিরক্ষস্তু পশ্চাৎ স্বাহা॥

দ্যুলোকের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা তোমার
পৃষ্ঠরক্ষা করুন ভবানী ;
অশ্বিনী কুমার, বায়ু করুন রক্ষণ
উরুদ্বয় নিয়ত কল্যাণী ।

স্তন্যপায়ি-শিশুগণে তব, প্রিয়তমে,
সূর্য্য আর বৃহস্পতি করুন রক্ষণ
রহিবে উলঙ্গ শিশু ধূলি ও কর্দ্দমে
যতদিন, তারপর বিশ্বেদেবগণ ॥

বরের পাঠ্য—

১৩। ওঁ ধ্রুবৈধি পোষ্যা ময়ি মহ্যং ত্বাদাদ্ বৃহস্পতিঃ।
ময়া পত্যা প্রজাবতী সংজীব শরদঃ শতং ॥

আমি তব প্রিয় স্বামী, আমার নিকটে তুমি
প্রিয়তমে ! স্থির হ'য়ে থাক অনুক্ষণ ।
দেবগণ-অধিপতি মহাগুরু বৃহস্পতি
দিয়াছেন দয়া করি' তোমা হেন ধন ॥
প্রতিপাল্যা তুমি মোর, সুশোভিত হোক ক্রোড়
অপত্য-রতনে তব ; করি আশীর্ব্বাদ ।
শতেক বরষ সুখে বিচর' ধরার বুকে
কোন দিন যেন তব না ঘটে প্রমাদ ॥

১৪। ওঁ মা তে গৃহেষু নিশি ঘোষ উত্থা-দন্যত্র ত্বদ্রুদত্যঃ সং বিশন্তু।

যা ত্বং রুদত্যুর স্বা বধিষ্ঠা জীবপত্নী পতিলোকং বিরাজ পশ্যন্তী প্রজাং সুমনস্যমানাং স্বাহা।

হে বধূ! তোমার গৃহে রাত্রিকালে যেন
নাহি উঠে ক্রন্দনের রোল ;
কাঁদিতে কাঁদিতে তব শক্র-নারীগণ
উচ্চারিয়া শোকোচ্ছ্বাস বোল
করুক শয়ন ; কিন্তু তুমি যেন কভু
স্বীয় বক্ষে করো না আঘাত
শোকেতে অধীরা হ'য়ে কাঁদিতে কাঁদিতে
ধরা-বক্ষে করি' অশ্রুপাত ॥

১৫। ওঁ ধ্রুবা দ্যৌর্ধ্রুবা পৃথিবী ধ্রুবং বিশ্বমিদং জগৎ ধ্রুবাসঃ পর্ব্বতা ইমে ধ্রুবা স্ত্রী পতিকুলে ইয়ং।

স্বরগ পৃথিবী পর্ব্বত সকল জগৎ যেমন অচল হয়।
এই নারী তথা পতিকুলে পশি স্থির হয়ে যেন সতত রয়।

১৬। ওঁ পরৈতু মৃত্যুরমৃতং ন আগাদ্ বৈবস্বতো নো অভয়ং কৃণোতু। পরং মৃত্যো অনু পরেহি পন্থাং যত্র নো অন্য ইতরো দেবযানা চক্ষুষ্মতে শৃণ্বতে তে ব্রবীমি, মানঃ প্রজাং রীরিষো মোতবীরান্ স্বাহা ॥

কৃতান্ত নিতান্ত শ্রান্ত হ'য়ে যাক্ চলে
আমার নিকট হতে ; তপন-তনয়
করুক অভয় দান, তাহার কবলে
যেন না পড়িতে হয় মোরে অসময়।

অন্য পথে যাও, মৃত্যু, দেব-পথ ছাড়ি।
দেখিছ শুনিছ সব, তুমি এই বাড়ী
ভুলেও এসনা কভু, সন্তান-পীড়ন।
করিও না, পরাক্রান্ত আত্মীয় নিধন ॥

১৭। ওঁ ইহ প্রিয়ং প্রজায়া তে সমৃধ্যতামস্মিন্ গৃহে
গার্হপত্যায় জাগৃহি।
এনাপত্যা তন্বং সংসৃজ স্বাধা জিব্রী বিদথ মা বদাথঃ ॥

এই পতিগৃহে, অয়ি প্রিয়তমে, বাড়ুক তোমার সুখ।
গৃহ-ধর্ম্মে মন দেহ অনুক্ষণ, দেখিও সন্তান মুখ ॥
এই পতি সনে মধুর মিলনে মিলিত হইয়া রহ।
দীর্ঘজীবী হ'য়ে উৎফুল্ল হৃদয়ে মনের কথাটী কহ ॥

১৮। ওঁ জরাং গচ্ছ পরিধৎস্ব বাসো ভবাকৃষ্টীনামভিশাস্তিপাবা।
শতঞ্চ জীব শরদঃ সুবর্চ্চা রয়িঞ্চ পুত্রানমু সংব্যয়
স্বায়ুষ্মতীদং পরিধৎস্ব বাসঃ ॥

মত্তঃ সকাশাৎ মৃত্যুঃ পরৈতু পরাঙ্মুখো ভবতু, নাহং ম্রিয়ে ইত্যর্থঃ। তথা অমৃতং অমরণং মে মম আগাৎ আগচ্ছতু। তথা বৈবস্বতঃ যমঃ নঃ অস্মাকং অভয়ং কৃণোতু ভয়াভাবং করোতু। ইদানীং প্রত্যক্ষী-কৃত্য মৃত্যুরেব প্রার্থ্যতে। হে মৃত্যো মত্তঃ পরং অন্যং পন্থাং পন্থানং অনুপরেহি অনুগচ্ছ, মত্তঃ পরাঙ্মুখো গচ্ছ ইত্যর্থঃ। যত্র নঃ অস্মৎ-পথাৎ অন্যঃ পন্থাঃ ইতরো দেবযানাৎ দেবপথাৎ অন্যঃ পিতৃপথঃ ইত্যর্থঃ। কিঞ্চ চক্ষুষ্মতে পশ্যতঃ শৃণ্বতঃ প্রত্যক্ষস্তৈব তে তব।

অয়ি বধু ! যথাকালে পেয়ো জরাভার
চিরদিন সধবা রহিয়া।
এইরূপ বস্ত্র তুমি কর পরিধান,
শত বর্ষ থাকহ বাঁচিয়া ॥
ডাকিনী-স্বভাব নারী,—তার অভিশাপ
লহ তুমি শোধন করিয়া।
ধন-পুত্র-লাভ-হেতু বস্ত্রখানি দিয়া
স্বীয় তনু রাখ আচ্ছাদিয়া ॥

১৯। ওঁ মা বিদন্ পরিপন্থিনো য আসীদন্তি দম্পতী।
সুগেভির্দ্দুর্গমতামপদ্রান্ত্বরাতয়ঃ ॥

পথিকের ধন করিতে লুণ্ঠন
পথে বসি' রহে যারা।
নাহি যেন আসে দম্পতীর পাশে
সেই দস্যু তস্করেরা ॥

অহং এতৎ ব্রবীমি প্রার্থয়ে। নঃ অস্মাকং প্রজাং মারীরিষঃ অস্মদীয়াং প্রজাং পুত্রপৌত্রাদিকাং মা হিংসীঃ। তথা মা উতবীরান্ উত অপ্যর্থে, অস্মদীয়ান্ বিক্রান্তানপি পুরুষান মা হিংসীঃ ইত্যর্থঃ।

পন্থামিতি পন্থানমিতি প্রাপ্তে চক্ষুষ্মতে শৃণ্বতে ইতি ষষ্ঠ্যর্থে চতুর্থী (ক্রিয়য়া যমভিপ্রৈতি ইতিবা) মা রীরিষঃ ইতি রিষধাতোঃ স্বার্থিকণিজন্তাৎ লুঙি মধ্যমপুরুষৈকবচনম্ মা যোগাদড়াগমাভাবঃ ॥

সুগম পথটী বাহিয়া দম্পতী
অতিক্রম করি' দুর্গম স্থান।
চলে যাক সুখে ; শত্রুগণ দুঃখে
যাক্ পলাইয়া লইয়া প্রাণ।

অবশিষ্ট বিবাহের মন্ত্র তৃতীয় খণ্ডে দেওয়া হইল।

(সূর্য্যোপস্থান সূক্ত)

৮। ১ম খণ্ডে পাঁচটী সূক্ত দেওয়া হইয়াছে।

ওঁ যেনা পাবক চক্ষসা, ভূরণ্যন্তং জনাঁ। অনু।
ত্বং বরুণ পশ্যসি ॥

বিশ্ব-প্রাণী পুষ্টি করে, সোহাগে হৃদয়ে ধরে
এই মর্ত্ত্য সর্ব্ব ভূতে স্বীয় করুণায়।
প্রকাশ করিছ তুমি, একে একে মর্ত্ত্যভূমি,
ওহে সূর্য্য, যেই তেজে স্তুতি করি তাঁয় ॥

অনিষ্ট-বারণকারী জগতের পাপ-হারী
তুমি দেব ! জ্যোতির্ম্ময়, জগৎ-পাবন।
অথবা সে তেজ ল'য়ে আপনি উদয় হ'য়ে
সুবিস্তীর্ণ অন্তরীক্ষে কর বিচরণ ॥

হে পাবক (সর্ব্বস্য শোধক) বরুণ (অনিষ্টনিবারক সূর্য্য) ত্বং জানান্ (জাতান্ প্রাণিনঃ) ভুরণ্যন্তং (ধারয়ন্তং পোষয়ন্তং বা ইমং লোকং) যেন চক্ষসা (প্রকাশেন) অনু পশ্যসি (অনুক্রমেণ প্রকাশয়সি তং প্রকাশং স্তুমঃ ইতি শেষঃ)।

৭। ওঁ বিত্থামেষি রজস্পৃ স্বহা, মিমানো অক্তুভিঃ।
পশ্যন্ জন্মানি সূর্য্য ॥

করিতেছ বিচরণ বিস্তীর্ণ আকাশে
দিবারাতি করি' উৎপাদন।
প্রকাশিয়া ভূতগণে কিরণচ্ছটায়
তুমি দেব সূর্য্য-নারায়ণ ॥

ওঁ সপ্ত ত্বা হরিতো রথে, বহন্তি দেব সূর্য্য।
শোচিষেকশং বিচক্ষণ ॥

ওহে বিশ্ব প্রকাশক। সূর্য্য-নারায়ণ!
তুমি, দেব, নিত্য তেজোময়।
রথে করি' বহিতেছে তোমায় নিয়ত
রশ্মিরূপে তব সপ্ত হয় ॥

—ঃ(অথবা)ঃ—

ওহে বিশ্ব প্রকাশক! তুমি তেজোময়,
রথে করি বহিছে তোমায়।

হে সূর্য্য ত্বং পৃথু (বিস্তীর্ণং) রজঃ (লোকং লোকা রজাংস্যুচ্যন্তে ইতি যাস্কঃ) কং লোকম্? দ্যাম্ (অন্তরীক্ষলোকং) ব্যেষি (বিশেষো গচ্ছসি) কিং কুর্ব্বন্ অহা (অহানি) অক্তুভিঃ (রাত্রিভিঃ সহ) মিমানঃ (উৎপাদয়ন্) আদিত্যগত্যধীনত্বাৎ (অহোরাত্রবিভাগস্য) তথা জন্মানি (জননবন্তি ভূতজাতানি) পশ্যন্ (প্রকাশয়ন্)।

সপ্ত অশ্ব নিরবধি, দেব দিবাকর,
তেজো রাশি তব কেশ-প্রায়।

৮। ওঁ অযুক্ত সপ্ত শুন্ধ্যুবঃ, সূরো রথস্য নপ্ত্যঃ।
তাভিঃ যাতি স্বযুক্তিভিঃ॥

যাহারা কখনো রথ না দেয় ফেলিয়া
সেরূপ ঘোটকী সপ্ত রথে নিযোজিয়া,
চলিছেন দিবাকর আকাশের পথে
যজ্ঞভূমি লক্ষ্য করি' চড়ি' নিজ রথে।

৯। ওঁ উদ্যন্নদ্য মিত্রমহ, আরোহন্নুত্তরাং দিবং।
হৃদ্রোগং মম সূর্য্য, হরিমাণঞ্চ নাশয়॥

সুনীল আকাশে উদিত হইয়া
নাশহে, ভাস্কর, বিতরি তাপ—
শারীরিক ব্যাধি, মানস সন্তাপ,
আর যত কিছু আমার পাপ॥

১০। ওঁ উদ্বয়ং তমস্পরি, জ্যোতিষ্পশ্যন্ত উত্তরং।
দেবং দেবত্রা সূর্য্য মগন্ম জ্যোতিরুত্তমং॥

সর্ব্বোৎকৃষ্ট জ্যোতিঃ যাঁর, তমো বিন্দু যাতে নাই
উপাসনা কালে যেন তাঁহাকে দেখিতে পাই।
নিশান্তে উদয় যাঁর সূর্য্য-নারায়ণ তিনি
তেজঃপুঞ্জ কলেবর দেবের দেবতা যিনি॥

"বেদের গান" সম্বন্ধে সংবাদপত্র এবং পণ্ডিতমণ্ডলীর অভিমত।

Professor Krishna Chandra Bhattacharyya, M.A., P.R.S.,
Director, Indian Institute of Amalner, Late Principal, Hooghly College, George V. Professor of Philosophy, Calcutta University.

বেদের গান—শ্রীশশিভূষণ কাব্যতীর্থ প্রণীত।

পুস্তকখানি পড়িয়া প্রীতিলাভ করিলাম। ইহাতে কতকগুলি বৈদিক মন্ত্রের হৃদয়গ্রাহী পদ্যানুবাদ আছে। সাধারণ পাঠক তাহা হইতে বেদের মোটামুটি পরিচয় পাইবেন।

শ্রীরামপুর ১৪।৫।৩৫. (স্বাঃ) **শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।**

The Hon. Justice
Sir Manmathanath Mukhopadhaya, MA., B.L., KT.

শ্রীশ্রীদুর্গা শরণম্।

নমস্কার পুরঃসর নিবেদন—

আপনার '**বেদের গান**' অর্থাৎ "বৈদিক মন্ত্রের সরল পদ্যানুবাদ" পুস্তিকাখানি অতি যত্নসহকারে পাঠ করিয়া অত্যন্ত সুখী হইয়াছি। আপনার অনুবাদ অতি সুন্দর, সরল ও হৃদয়গ্রাহী এবং ইহাতে মন্ত্রগুলির অর্থ ও মর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে অক্ষুন্ন রহিয়াছে। পুস্তিকাখানি আপনার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও কবিত্ব শক্তির পরিচায়ক।

দুঃখের বিষয় আজকাল এরূপ পুস্তকের যথোচিত সমাদর হয় না। এইরূপ অনুবাদ যদি বাল্যকাল হইতে হৃদয়ঙ্গম করা যায় তাহা হইলে সমাজের কত উপকার হইতে পারে তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। আশা করি আপনি পুস্তকখানি সমাপ্ত করিতে সক্ষম হইবেন।

৮/১ হারসি ষ্ট্রীট্, কলিকাতা। বিনীত—
১।৯।৩৫ **মন্মথ নাথ মুখোপাধ্যায়।**

বুধবার, ৮ই আশ্বিন সন ১৩৪২—আনন্দবাজার

বেদের গান—(১ম খণ্ড) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশিভূষণ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ প্রণীত। মূল্য ।০ আনা।

ইহাতে হিন্দু গৃহস্থের নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া কর্ম্মের বৈদিক মন্ত্রগুলির সরল পদ্যানুবাদ করা আছে। বাংলায় এজাতীয় পুস্তকের অভাব ছিল। পণ্ডিত মহাশয় দুর্ব্বোধ্য বৈদিক মন্ত্রের সরল পদ্যানুবাদ করিয়া পাঠক সাধারণের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।—আনন্দবাজার।

কাশীবাসী অগ্নিহোত্রী পণ্ডিতকুলশিরোমণি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত অন্নদা চরণ তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের পত্র—

শ্রীহরি কাশীধাম,

১৬ই শ্রাবণ, ১৩৪২।

শ্রদ্ধাস্পদ—

শ্রীযুক্ত শশিভূষণ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ মহাশয়—

দ্বিজানা মিহ সর্ব্বেষাং বেদবুদ্ধিবিশুদ্ধয়ে।
যে যে সন্তঃ প্রবর্ত্তন্তে তে তে সন্তু চিরায়ুষঃ॥
পদ্যানুবাদ মালোক্য ভো বিদ্বন্ ভবতাকৃতং।
সন্ধ্যোপাসনমন্ত্রাণাং পরমা প্রীতিরত্র মে॥
বহূনি সন্তিপূর্ব্বেষাং ব্যাখানানি মনীষিণাং।
সর্ব্বেষাং বোধগম্যানি তানি ন স্যুঃ কথঞ্চন॥
অমূনি পদ্যবাক্যানি লিখিতানি স্বভাষয়া।
ভবন্তি সর্ব্বগম্যানি সর্ব্বথাহং সমর্থয়ে॥
যত্নতো লিখিতঞ্চৈতৎ বেদগানাখ্যপুস্তকং।
সর্ব্বানন্দপ্রসাদেন সর্ব্বানন্দদ মস্তুতে॥

শুভার্থী—

শ্রীঅন্নদাচরণ শর্ম্মা।

সংস্কৃত কলেজের বেদের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দেবানন্দ ঝা মহাশয় বলেন—

পণ্ডিত শ্রীশশিভূষণ কাব্যতীর্থ মহোদয়কৃত '**বেদের গান**' পুস্তকং যত্র তত্রাবলোকনেন সর্ব্বথা, সমীচীনমিতি তথা বঙ্গীয়ানাং পৌরোহিত্যাদিকার্য্যে সম্যগ্ জ্ঞানপ্রদম্ ভবেদিতি নিশ্চিনোমি। ইতি

বেদরত্ন—**শ্রীদেবানন্দ শর্ম্মা।**